প্রশাসন আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণের ভূমিকাঃ এরশাদ শাসন আমল

M.Phil.

সাবিনা আক্তার

RB
B M.P.L
352.734
AKP
c-1

M.Phil.

382765

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্রশাসন আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণের ভূমিকাঃ এরশাদ শাসন আমল

GIFT

382765

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

সাবিনা আক্তার

Dhaka University Institutional Repository

প্রশাসন আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণের ভূমিকাঃ এরশাদ শাসন আমল

এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য অভিসন্দর্ভ

Dhaka University Library
382765

সাবিনা আক্তার
রেজিষ্ট্রেশন নং ১৭১ (৯৪-৯৫)

382765

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
জানুয়ারী ১৯৯৯

Dhaka University Institutional Repository

প্রশাসন আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণের ভূমিকাঃ এরশাদ শাসন আমল

সাবিনা আক্তার

382765

তত্ত্বাবধানে-

ডঃ বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর তারিখঃ
প্রো-ভিসি, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
জানুয়ারী ১৯৯৯

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

বাবাকে

আমার সাফল্যে যিনি সবচেয়ে বেশী খুশী হতেন ।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

কৃতজ্ঞতা		I
উপক্রমণিকা		II
সারণী তালিকা		III
প্রথম অধ্যায়		
	ভূমিকা	১
	গবেষণার লক্ষ্য	৪
	গবেষণার পদ্ধতি	৪
দ্বিতীয় অধ্যায়		
	উপজেলা ভিত্তিক স্বায়ত্বশাসিত সরকারের ঐতিহাসিক পটভূমি	৫
	এরশাদ শাসন আমলে উপজেলা পদ্ধতি	৮
	কমিটির সুপারিশ	১০
	সংরক্ষিত বিষয়সমূহ	১৩
	হস্তান্তরিত বিষয়সমূহ	১৪
	উপজেলা পরিষদ গঠন	১৫
	উপজেলা পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য	১৭
	উপজেলা পরিষদের তহবিল গঠন	১৭
	পরিষদের রাজস্ব আয়	১৯
	উপজেলা পরিষদের কার্যাবলী	২০
	উপজেলা পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলীর বর্ণনা ও পর্যালোচনা	২১
	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	২৩
	ইউ. এন. ও-এর কার্যাবলী	২৪
	উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের কার্যাবলী	২৬

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

উপজেলা ব্যবস্থা ও বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়া ২৯
রাজনীতি, প্রশাসন ও উন্নয়নের আলোকে বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়া ৩১
বাংলাদেশে বিকেন্দ্রীকরণের উল্লেখযোগ্য দিক ৩৪
উপজেলা ব্যবস্থার মাধ্যমে বিকেন্দ্রীকরণের বাস্তবদিক ৩৫

চতুর্থ অধ্যায়

উপজেলা ব্যবস্থা ও গণঅংশগ্রহণ ৪৪
পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জনগণের অংশগ্রহণ ৪৬

পঞ্চম অধ্যায়

উপজেলা ব্যবস্থার পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি ৫৫
উপজেলা ব্যবস্থার পক্ষে যুক্তি ৫৫
প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণ ৫৬
পল্লী উন্নয়ন ৫৯
উপজেলা ব্যবস্থার বিপক্ষে যুক্তি ৬৮

ষষ্ঠ অধ্যায়

সামগ্রিক মূল্যায়ণ ৭৪
উপজেলা ব্যবস্থা সংস্কারের ক্ষেত্রে কতিপয় সুপারিশ ৭৯

পরিশিষ্ট ১ ৮৩
পরিশিষ্ট ২ ৮৪
গ্রন্থ ও সাময়িকী ৯৮

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা

আমার তত্ত্বধায়ক ডঃ বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর অত্যন্ত ব্যস্ততার মাঝেও আমাকে সময় দিয়েছেন। তাঁর মূল্যবান বক্তব্য এবং নির্দেশনা আমার গবেষণা সম্পূর্ণ করতে সহায়তা করেছে। আমি তাঁর কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

বিভিন্ন তথ্য দিয়ে গবেষণা কাজে সহায়তা করেছেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডঃ ডালেম চন্দ্র বর্ম্মন আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে এম.ফিল কোর্সের সাথে যুক্ত অধ্যাপিকা ডঃ নাজমা চৌধুরী, অধ্যাপক ডঃ আতাউর রহমান, অধ্যাপক সাইফুল্লাহ ভূঁইয়া, অধ্যাপক ডঃ মোস্তফা চৌধুরী এবং অধ্যাপক ডঃ আফতাব আহমেদ -এর কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী।

এছাড়া গবেষণা কাজে সার্বিকভাবে সহায়তা করেছেন আই.বি.এ এর শেষ বর্ষের ছাত্র বিপ্লব রায়। আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ।

সর্বোপরি গবেষণার সীমাবদ্ধতা এবং সকল ত্রুটির জন্য কেবলমাত্র আমি-ই দায়ী।

Dhaka University Institutional Repository

উপক্রমনিকা

বাংলাদেশে সুনির্দিষ্ট প্রশাসনিক স্তর বিন্যাস রয়েছে। জনকল্যাণকামী ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশে তৃণমূল পর্যায়ে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তাই প্রশাসনের আধুনিকায়ন প্রয়োজন। প্রশাসন আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণে আলোচ্য গবেষণায় বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে স্বল্প পরিসরে বিকেন্দ্রীকরণের ভূমিকা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণ কেন্দ্রের উপর কাজের চাপ হ্রাস করে। এর মাধ্যমে যে কোন সিদ্ধান্ত সহজে বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয় বলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। এরশাদ শাসনামলে প্রশাসন আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অবদান বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ায় ক্ষমতায় বন্টন পদ্ধতিতে সৃষ্ট উপজেলা ব্যবস্থা। গবেষণায় অনুসন্ধানের একটি প্রধান বিষয় হলো উপজেলা ব্যবস্থা সত্যিকার অর্থে বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থা কি-না এবং এর মাধ্যমে উন্নয়ন ও গণতন্ত্রের চর্চা কতখানি সম্ভব।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী তালিকা

সারণী সংখ্যা		পৃষ্ঠা
১।	প্রশাসনিক একক	২
২।	উপজেলা পরিষদগুলোর প্রতি জাতীয় রাজস্ব বরাদ্দের তালিকা	১৯
৩।	উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী (প্রাপ্তি)	৪১
৪।	আভ্যন্তরীণ রাজস্ব আয়	৪২
৫।	পরিকল্পনা যথাযথভাবে গ্রহণ না করার কারণসমূহ	৪৮
৬।	পরিকল্পনা বাছাইয়ের নির্ধারক উপাদান	৪৮
৭।	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি	৬০
৮।	খাদ্যের বিনিময়ে কর্মসূচীর উন্নয়ন তালিকা	৬১
৯।	দৈনিক খাদ্য তালিকা	৬৬

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জন করে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের পরিচয় একটি গণতান্ত্রিক এবং জনকল্যাণকামী রাষ্ট্র হিসেবে। Morris Jones বলেন –

> Government by the People is every where a myth and large scale popular participation in government may in no case be the thing that matters.

Source?

তার এই উক্তির সত্যতা স্বীকার করেও বর্তমান গবেষণায় বাংলাদেশের ক্ষেত্রে গণতন্ত্র কতদূর পর্যন্ত প্রসারিত এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশে বিরাজমান সমস্যা অনুধাবনের চেষ্ট করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে একটি সীমিত পরিসর বাংলাদেশের প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের সর্ব নিম্ন একক উপজেলা ব্যবস্থার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার বিভিন্ন বিষয় যেমন নির্বাচিত প্রতিনিধির ভূমিকা, উপজেলার অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, প্রশাসনিক কাজে গণ অংশগ্রহণ, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও জনগণের পছন্দের স্বীকৃতির উপর আলোকপাত এবং জবাবদিহিতার ব্যবস্থার উপর গুরুত্বারোপ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

উন্নয়নশীল রাষ্ট্র সমূহে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের সংবিধানে উল্লেখ রয়েছে যে, রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিনিধিগণ সমন্বয়ে গঠিত স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান সমূহকে উৎসাহ দান করবে। 'এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ সৃষ্টির পর হতেই প্রশাসনকে বিভিন্ন আঙ্গিকে সাজিয়ে স্থানীয় সরকার সংস্থাসমূহকে আরো গতিশীল করার প্রয়াস

Dhaka University Institutional Repository

চলে আসছে। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

প্রশাসনিক এককের একটি ছক নীচে দেয়া হলোঃ

সারণী-১ প্রশাসনিক একক			
প্রশাসনিক একক	সংখ্যা	নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সংখ্যা
জাতীয় স্তর		স্থানীয় সরকার বিভাগ স্থানীয় সরকার মন্ত্রনালয় গ্রামীণ উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়	
বিভাগ	৬	সিটি কর্পোরেশন	৪
জেলা	৬৪	পৌরসভা	৬০
থানা (উপজেলা)	৪৬০	পৌরসভা	৪৮

(Source: Ministry of Local Government; Rural Development and Co-operatives, Govt. of Bangladesh.)

বাংলাদেশে এরশাদ শাসনামলে উপজেলা অধ্যাদেশ ১৯৮২ এর মাধ্যমে ৪৬০ টি থানাকে উপজেলায় উন্নীত করা হয়। উপজেলা ব্যবস্থাকে প্রশাসনের আধুনিকীকরণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। উপজেলা সৃষ্টির ক্ষেত্রে থানা পর্যায়ে বিরাজমান সমস্যাবলী ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট রিপোর্ট তৈরী করা হয়। উপজেলা ব্যবস্থার মাধ্যমে সে সকল সীমাবদ্ধতা দূর করার কথা উল্লেখ করা হয়। নির্বাচিত প্রতিনিধিকে সর্বোচ্চ ক্ষমতা দান করা হয়। জনগণের অংশগ্রহণ ও অধিকার নিশ্চিত করা হয়। বিচার ব্যবস্থার সংস্কার করা হয়। এছাড়া জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, প্রাথমিক শিক্ষা, নিবিড় চাষাবাদ ও সেচ, সমাজ সেবা, পল্লী পূর্ত কর্মসূচী এবং ভৌত অবকাঠামো নির্মান কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

উপজেলা পর্যায়ে ব্যাপক উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণের কারণে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। তাত্ত্বিকভাবে উপজেলা একটি প্রশংসনীয় পদক্ষেপ হলেও কার্যতঃ এর অনেক সীমাবদ্ধতা ছিল। পরবর্তীতে সে সকল সীমাবদ্ধতা দূর না করে উপজেলা ব্যবস্থা বাতিল করা হয়। বস্তুতঃ এই ব্যবস্থার বার বার পরিবর্তন বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার স্থায়ী সমস্যা।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার লক্ষ্য ও পদ্ধতি

গবেষণার লক্ষ্য

বাংলাদেশে বিকেন্দ্রীকরণের কর্মসূচী সব সময় ক্ষণস্থায়ী। যথেষ্ট সময় এবং দিক নির্দেশনা ছাড়া বিকেন্দ্রীকরণের সফলতা আনয়ন করা সম্ভব নয়। উপজেলা ব্যবস্থার অধীনে পরিষদ কতখানি স্ব-শাসন ভোগ করেছে, কতখানি দায়িত্ববোধ গড়ে তুলেছিল, কতখানি নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পেরেছিল এবং এর ব্যর্থতার দিক কি ছিল প্রভৃতি বিষয়ের উপর আলোকপাত করে এই ব্যবস্থা স্থায়ী হল না কেন সে সম্পর্কে তথ্য অনুসন্ধান করাই আলোচ্য গবেষণার লক্ষ্য।

গবেষণার পদ্ধতি

যেহেতু উপজেলা পদ্ধতি বাতিল করা হয়েছে সে কারণে জরীপ পদ্ধতি বা মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতির মাধ্যমে আলোচ্য গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। বিভিন্ন রিপোর্ট, বই-পত্র, জার্নালে প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে তথ্য বিশ্লেষণ-ব্যাখ্যা, তথ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও উপাত্ত সংগ্রহের মাধ্যমে গবেষণা কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

উপজেলা ভিত্তিক স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকারের ঐতিহাসিক পটভূমিঃ

বাংলার সুলতানী আমলে অর্থাৎ চর্তুদশ শতকের শুরুতে থানার অস্তিত্ব পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু তখন তা কেবল দুর্গ হিসেবে কাজ সম্পাদন করতো। স্থানীয় সরকার এমন কি সরকারের কোন প্রতিষ্ঠান হিসেবেও এর দায়িত্ব ছিল না। ১৭৯২ সালে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক মেজিস্ট্রেটগণকে তাদের নিজস্ব এলাকায় একটা নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে পুলিশের এক্তিয়ারভূক্ত পুলিশ ষ্টেশন প্রতিষ্ঠা করতে বলা হয়; যার নামকরণ করা হয় থানা।

C.E.H. Hobhouse- এর নেতৃত্বে ১৯০৭ সালে গঠিত বিকেন্দ্রীকরণ কমিশনের সুপারিশক্রমে কয়েকটি ইউনিয়নের সমন্বয়ে গঠিত মহকুমা সমূহে সার্কেল গঠন করা হয়। এই সমস্ত সার্কেলগুলোর দায়িত্ব প্রদান করা হয় সার্কেল অফিসার এর উপর যাদের প্রধান কাজ ছিল ইউনিয়ন পঞ্চায়েত সমূহকে তদারক এবং দিক নির্দেশনা দান করা।

১৯১৯ সালের এ্যাক্ট অনুযায়ী ইউনিয়ন ভিত্তিক স্থানীয় সরকার সমূহকে নবতম দায়িত্ব সংযোজিত করে পূর্ণগঠিত করার পর কয়েকটি ইউনিয়ন বোর্ডের কাজ দেখাশোনা করার জন্য সকল এলাকায় সার্কেল অফিসারের পদ সৃষ্টি করা হয়। গ্রামবাসী এবং মহকুমা প্রশাসন বা অন্যভাবে বলতে গেলে জনগণ ও সরকারের মধ্যে যোগাযোগ মাধ্যম হিসাবেও কাজ করা সার্কেল অফিসারগণের মুখ্য দায়িত্বে অর্ন্তভুক্ত হয়।

কিন্তু এই ব্যবস্থা স্থানীয় প্রশাসন হিসেবে বিবেচ্য হলেও তা কোন ভাবে স্থানীয় স্বায়ত্ত্ব শাসিত সরকার হিসেবে বর্ণনা করা যায় না। থানা পর্যায়ে স্থানীয় স্বায়ত্ত্বশাসিত সরকারের সূচনা হয়েছে এর বহু পরে পাকিস্তান আমলে ১৯৫৯ সালে মৌলিক গণতন্ত্র আদেশের মাধ্যমে। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের সকল থানা পর্যায়ে স্বায়ত্ত্বশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৫৯ সাল থেকে থানা পরিষদ গঠিত হয়। থানা এলাকায় আওতাভুক্ত ইউনিয়ন কাউন্সিল এবং টাউন কমিটির চেয়ারম্যান এবং কমিনার কর্তৃক নির্ধারিত নির্দিষ্ট সংখ্যক অফিসিয়াল সদস্য সমন্বয়ে এই পরিষদ গঠিত হতো। কিন্তু অফিসিয়াল সদস্য গণের সংখ্যা যাতে অধিক না হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখা হত। সংশ্লিষ্ট মহকুমা প্রশাসক ও সার্কেল অফিসার পদাধিকার বলে থানা পরিষদের সদস্য হতেন এবং যথাক্রমে এর চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করতেন। মহকুমা প্রশাসকের অনুপস্থিতিতে চেয়ারম্যানের সকল কাজ সম্পাদনের আইনগত ক্ষমতা ভাইস-চেয়ারম্যানের ছিল।

থানা পর্যায়ে স্থানীয় স্বায়ত্ত্ব শাসনের এই ব্যবস্থা বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তি পর্যন্ত বজায় ছিল। ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির আদেশে ইউনিয়ন পরিষদ ভিত্তিক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা ইউনিয়ন পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় পূর্ণগঠিত করা হলেও থানা পর্যায়ের স্বায়ত্ত্বশাসিত সরকারের বিষয়ে এই আদেশে কিছু অর্ন্তভুক্ত করা হয়নি। ১৯৭২ সালের ২৮শে এপ্রিল স্থানীয় সরকার মন্ত্রনালয়ের একটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে থানা পরিষদকে থানা উন্নয়ন কমিটি নামে পূর্ণগঠিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। থানা উন্নয়ন কমিটির কার্যাবলী মৌলিক গণতন্ত্র আদেশে বর্ণিত থানা পরিষদের অনুরূপ থাকলেও এ সমস্ত কার্যাবলী সম্পাদনের যাবতীয় দায়িত্ব অর্পিত হয় সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) এর উপর। তিনি এই কাজগুলি থানা রিলিফ কমিটি (টি.আর.সি)-র সাথে পরামর্শক্রমে সম্পাদন করতেন। থানা উন্নয়ন কমিটির প্রশাসন পরিচালনা এবং কার্যাবলী সম্পাদনে তিনি অবশ্য সংশ্লিষ্ট মহকুমা প্রশাসক কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হতেন। দেখা যায়, থানা

Dhaka University Institutional Repository

পর্যায়ে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা কার্যকরী করার বিষয়টা মূলতঃ ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত অবহেলিত থেকে যায়। এর কারণ ১৯৭৩ সালে প্রণীত আইনে ইউনিয়ন এবং পৌরসভা পূর্ণগঠনের সকল বিধি ব্যবস্থা থাকলেও এই আইনে থানা উন্নয়ন কমিটি সংগঠন বা পূর্ণগঠন বিষয়ে কিছুই অর্ন্তভুক্ত হয়নি।

১৯৭৬ সালে স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশের দ্বারা থানা পর্যায়ে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা পূর্ণগঠনের প্রয়াস চালানো হলেও থানা পরিষদের কাঠামো এবং গঠন মূলতঃ মৌলিক গণতন্ত্রের অধীন ব্যবস্থার অনুরূপই থেকে যায়। পূর্বের মতই প্রতিনিধি সদস্য এবং কর্মকর্তা সদস্য সমম্বয়ে থানা পরিষদ গঠিত হয়। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণ এবং থানা পর্যায়ে সরকারী বিভিন্ন দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ পদাধিকার বলে থানা পরিষদের যথাক্রমে প্রতিনিধি সদস্য এবং অফিসিয়াল সদস্য হিসাবে অন্তর্ভূক্ত হতেন। সংশ্লিষ্ট মহকুমা প্রশাসক এবং সার্কেল অফিসার পূর্বের ন্যায় যথাক্রমে পরিষদের চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করতেন। পরিষদের উভয় প্রকারের সদস্যগণেরই ভোটাধিকার ছিল। ১৯৫৯ সালে প্রতিষ্ঠিত মৌলিক গণতন্ত্র আদেশের অধীনে গঠিত থানা কাউন্সিলে অফিসিয়াল সদস্যের সংখ্যা মোট সদস্য সংখ্যার অর্ধেক পর্যন্ত সীমিত থাকলেও ১৯৭৬ এ প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থায় এই ধরনের সীমা উঠিয়ে দেয়া হয়।

১৯৭৮ সালে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়ের এক প্রজ্ঞাপন এর মাধ্যমে থানা পর্যায়ে থানা পরিষদের সমান্তরাল একটি প্রতিষ্ঠান থানা উন্নয়ন সৃষ্টি করা হয়। এই প্রতিষ্ঠান থানা পরিষদের পাশাপাশি কাজ করতে থাকে। সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ সমূহের চেয়ারম্যান গণ পদাধিকার বলে থানা উন্নয়ন কমিটির সদস্য হতেন। থানা উন্নয়ন কমিটি (টি.ভি.সি) স্থানীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের মধ্য থেকে ক্ষেত্র বিশেষে ৩ থেকে ৮ জন ব্যক্তিকে অনধিকারিক সদস্য হিসাবে অর্ন্তভুক্ত করতে পারতো। তবে এদের সংখ্যা

Dhaka University Institutional Repository

কোন ক্রমেই মোট প্রতিনিধি সদস্য সংখ্যার অর্ধেক হতে পারতো না। টি.ডি.সি. এর প্রতিনিধি সদস্যগনের মধ্য থেকে প্রতি ২ বছরের জন্য ১জন চেয়ারম্যান, ১জন সচিব এবং ১জন কোষাধ্যক্ষ নির্বাচন করা হত। অবশ্য টি.ডি.সি. স্বাধীন বা সার্বভৌম কতৃত্বের ভিত্তিতে কাজ করতে পারতো না। কারণ যে কোন ধরনের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণীত হলে, তা আমলাগণের প্রাধান্য বিশিষ্ট থানা পরিষদ কর্তৃক অনুমোদনের প্রয়োজন হতো। ১৯৮২ সালের সরকার পরিবর্তনের পর ঐ বছরই নভেম্বর মাসে টি.ডি.সি. বাতিল করে দেয়া হয়। এর স্থলে উন্নয়ন কার্যাবলীসমূহ প্রনয়ন এবং বাস্তবায়নের দায়িত্বসহ উপজেলা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়। প্রতিটি উপজেলার স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত ব্যবস্থা হিসেবে উপজেলা পরিষদ গঠন করা হয়।

এরশাদ শাসন আমলে উপজেলা পদ্ধতিঃ

১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ জেঃ এরশাদ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসেন। তিনি প্রশাসনকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌছে দেবার উদ্দেশ্যে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি প্রশাসনিক পূর্ণগঠন/সংস্কার কমিটি গঠন করে দেশে ক্ষমতা বন্টন ও প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের এক যুগান্তকারী ও ব্যাপক কর্মসূচীর সূচনা করেন। তৎকালীন উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক রিয়ার এডমিরাল এম.এ খানের নেতৃত্বে গঠন করা হয় একটি কমিটি। The Committee for Administrative Reorganization & Reform বা সংক্ষেপে CARR নামে এই কমিটিকে অভিহিত করা হত। এর অনুসন্ধানে বিষয় ছিল দু'টি। যেমন-

(১) জনগণের সেবায় নিয়োজিত বেসামরিক প্রশাসনের গঠন প্রকৃতি পর্যালোচনা ও ত্রুটিসমূহ চিহ্নিত করা।

Dhaka University Institutional Repository

(২) ক্ষমতা বন্টন পদ্ধতির আলোকে এমন একটি কার্যকর প্রশাসনিক ব্যবস্থার সুপারিশ করা যাতে প্রশাসনকে জনগনের দোর গোড়ায় নিয়ে যাওয়া যায়।

এডমিরাল খান কমিটি তাদেরকে দেয় শর্ত মোতাবেক ব্যাপক বিষয়াদির পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। ইতিপূর্বে বিভিন্ন সময়ে গঠিত বিভিন্ন কমিটির রিপোর্ট পরীক্ষা সহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল তারা পরিদর্শন করেন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে আলোচনা করেন। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কমিটি যে অসামঞ্জস্যতা দেখে তা নিম্নরূপঃ-

(ক) সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ, পদোন্নতি ও প্রশিক্ষনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য।

(খ) তদবীরের উপর ভিত্তি করে প্রায়ই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

(গ) সরকারী কাজের বিভাজন ও সরকারী সিদ্ধান্তের জটিলতায় সাধারণ মানুষের ভোগান্তি বৃদ্ধি।

(ঘ) সঠিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ জনকল্যাণমূখী নীতি নির্ধারনের জন্য স্থায়ী রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অভাব।

(ঙ) সঠিক রাজনৈতিক নির্দেশনার অভাবে দূর্বল স্থানীয় সরকার আরো দূর্বলতর হওয়া।

(চ) বিভিন্ন পর্যায়ে প্রচলিত প্রশাসনিক ও প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানগুলোকে দূর্বল করা।

(ছ) সম সাময়িক রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত করা।

(জ) স্থানীয় পর্যায়ে ক্ষমতা বন্টনে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অনীহা।

Dhaka University Institutional Repository

কমিটির সুপারিশমালা

বিভিন্ন বিষয়াদি পর্যালোচনার পর কমিটি যে রিপোর্টগুলো পেশ করে তার উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো হলোঃ

(ক) ইউনিয়ন, থানা ও জেলা পর্যায়ে নির্বাচিত পরিষদ থাকবে।

(খ) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণ থানা পরিষদের সদস্য থাকবেন এবং একইভাবে থানা পরিষদের চেয়ারম্যানগণ জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান থাকবেন।

(গ) উল্লেখিত পর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তাগণ সংশ্লিষ্ট পর্যায়ে পরিষদের সভায় যোগদান করবেন এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন।

(ঘ) প্রত্যেক পরিষদকে কর্মকর্তা দ্বারা সমর্থন দিতে হবে।

(ঙ) প্রত্যেক কর্মকর্তা যাতে নির্বাচিত চেয়ারম্যানের কাছে তার কাজের জন্য দায়ী থাকতে পারেন তার ব্যবস্থা করতে হবে।

(চ) একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিয়মের বিষয়াদিও যাতে স্থানীয় পরিষদের নিয়ন্ত্রনে আসে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

(ছ) সব মহকুমা জেলায় রূপান্তর ও সব বিভাগের অবলুপ্তি করতে হবে।

(জ) গ্রাম্য আদালতের ফলপ্রসুতা আরো জোরদার করতে হবে।

(ঝ) থানা পর্যায়ে কমিটি বাদ দিয়ে প্রয়োজনের ভিত্তিতে কমিটি গঠনের ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঞ) জেলা ও থানা পরিষদগুলো পুলিশসহ নিয়ামক বিষয়াদি যাতে দেখতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

(ট) জেলা, থানায় সুবিধাদি সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত মহকুমা সদরে ম্যাজিষ্ট্রেসি চালিয়ে যেতে হবে।

এছাড়াও কমিটি মনে করে যে প্রশাসনের মূল কেন্দ্র হওয়া উচিত থানা। কমিটি দৃঢ়ভাবে মত প্রকাশ করে যে, ক্ষমতা অর্পনকে অর্থবহ করতে হলে অবশ্যই নির্বাচিত প্রতিনিধি থাকতে হবে এবং সত্যিকার অর্থে দারিদ্র বিমোচন করতে হলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে গণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। তা ছাড়াও কমিটির মতে যেটা প্রয়োজন হবে তা হলো সত্যিকার ভাবে গ্রামের মানুষকে সেবা করবে এ ধরনের মনোভাবাপন্ন কর্মচারী।

উপরোক্ত সুপারিশের ভিত্তিতে সরকার বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ দুটি সিদ্ধান্ত হলো-

১। ক্ষমতা অর্পন প্রক্রিয়ায় যতবেশী সম্ভব কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব সমূহ স্থানীয় সংস্থাপনসমূহকে কার্যকরভাবে পালন করার সুযোগ করে দেওয়া।

২। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত বিষয়াদির বেলায় নিম্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের আরো বেশী ক্ষমতা অর্পন করা।

CARR এর চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল এম.এ.খান উপজেলা ভিত্তিক বিকেন্দ্রীকরণের বেশ কিছু সুবিধার কথা উল্লেখ করেন। যেমন-

(i) Improvement of the socio-economic conditions of the people.

Dhaka University Institutional Repository

(ii) Involvement of the people in the constructive decision making process.

(iii) Creation of opportunities for co-operation and co-ordination among the decision-makers.

(iv) Making the government officials accountable to the peoples representatives and distribution of administrative responsibilities among the local level of authority.

(v) Preparation and implementation of projects in accordance with the need of the local people.

(vi) Making the judicial process easier and improving its efficiency,and

(vii) Bridging the gap between the people and administrator.

(Source: The Bangladesh Times, 25 October, 1983.)

উপজেলা পরিষদের ভিত্তিমূল হচ্ছে ১৯৮২ সালের ২৩শে অক্টোবরের যুগান্তকারী রেজুলেশন যেখানে সরকারের যাবতীয় কাজ ১৯১৯ সালের দ্বৈত শাসনের মতো দু'ভাগে ভাগ করা হয়। উক্ত প্রস্তাবনায় নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যাবলী ও জাতীয় দৃষ্টিকোন হতে গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নমূলক কার্যাবলী সরকারী নিয়ন্ত্রনাধীন সংরক্ষিত বিষয়ের অর্ন্তভূক্ত করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সংরক্ষিত বিষয় সমূহ

১। দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচার।

২। আয়কর, আবগারী ও আমদানী রফতানী শুল্ক, ভূমিকর ভূমি রাজস্ব প্রভৃতি কেন্দ্রীয় রাজস্ব সমূহের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা।

৩। আইন শৃঙ্খলা রক্ষা।

৪। রেজিস্ট্রেশন।

৫। খাদ্যশস্যের মত জরুরী দ্রব্যাদির সরবরাহের ব্যবস্থা।

৬। বিদ্যুৎ শক্তির উৎপাদন ও বিতরণ।

৭। আন্তঃজেলার সংযোগকারী সেচ প্রকল্প।

৮। কারিগরী শিক্ষা এবং প্রাথমিক শিক্ষা, উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষা যেমন-কৃষি, কারিগরী ও মেডিকেল শিক্ষা, উচ্চ বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা।

৯। আধুনিক জেলা হাসপাতাল এবং মেডিকেল কলেজ সংলগ্ন হাসপাতাল।

১০। বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের ন্যায় জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা প্রতিষ্ঠান

১১। বৃহদাকার শিল্প প্রতিষ্ঠান।

১২। বৃহদায়তন বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও দুগ্ধ খামার।

Dhaka University Institutional Repository

১৩। আন্তঃজেলা এবং আন্তঃ উপজেলা যোগাযোগ মাধ্যম সমূহ, যেমন- ডাক, তার, টেলিফোন, রেলওয়ে, যন্ত্রচালিত স্থল ও জলযান, মহাসড়ক, বেসরকারী বিমান চলাচল, বন্দর ও নৌচলাচল।

১৪। বন্যা নিয়ন্ত্রন এবং পানিসম্পদ উন্নয়ন।

১৫। সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ

১৬। খনিজ সম্পদ উত্তোলন ও উন্নয়ন

১৭। জাতীয় পরিসংখ্যান সংগ্রহ।

কেন্দ্রীয় সরকারের আওতাধীন উপরোক্ত নিয়ন্ত্রনমূলক কার্যাবলী ছাড়া উপজেলা পর্যায়ে প্রায় সব ধরনের উন্নয়নমূলক কার্যাবলী হস্তান্তরিত করা হয়।

হস্তান্তরিত বিষয়সমূহ

১। কৃষি সম্প্রসারণ, সেবা, উপকরণ সরবরাহ, সেচ ব্যবস্থা;

২। প্রাথমিক শিক্ষা।

৩। স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা (উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, এস.সি.এইচ সকল ধরণের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণমূলক সেবা সুবিধা)।

৪। পল্লী পানি সরবরাহ এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কর্মসূচী, পল্লীপুর্ত কর্মসূচী।

৫। কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী।

৬। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ত্রান কর্মসূচী

Dhaka University Institutional Repository

৭। সমবায় এবং সমবায় ভিত্তিক পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম।

৮। মৎস্য উন্নয়ন।

৯। গবাদি পশু উন্নয়ন।

১০। সমাজ সেবা।

উপজেলা পরিষদ গঠন

নির্বাচিত, প্রতিনিধিত্বমূলক, মনোনীত এবং কারিগরী ও পেশাগত সদস্য নিয়ে উপজেলা পরিষদ গঠিত। পরিষদের চেয়ারম্যান স্বয়ং প্রাপ্তবয়স্কদের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। প্রতিনিধি সদস্যরা হচ্ছে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণ, উপজেলার কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির চেয়ারম্যান পদাধিকার বলে এই পরিষদের সদস্য। সংশ্লিষ্ট উপজেলায় বসবাসরত মহিলাদের মধ্য থেকে তিনজন মহিলা সদস্য ও পুরুষদের মধ্য হতে একজন সদস্যকে সরকার এই পরিষদের জন্য মনোনয়ন দিয়ে থাকেন। এছাড়া উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন এমন সব উপজেলা কর্মকর্তাবৃন্দ পরিষদের সদস্য হয়ে থাকেন। কর্মকর্তা সদস্যগণ পরিষদের সভায় আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারেন কিন্তু ভোট দিতে পারেন না।

উপজেলা সুষম উন্নয়নের জন্য উপজেলা প্রশাসনে নিম্নলিখিত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হতো-

১। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা।

Dhaka University Institutional Repository

২। স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ।

৩। শিক্ষা কর্মকর্তা।

৪। কৃষি কর্মকর্তা।

৫। প্রকৌশলী।

৬। সমবায় কর্মকর্তা।

৭। পশুপালন কর্মকর্তা।

৮। মৎস্য কর্মকর্তা।

৯। সমাজ সেবা কর্মকর্তা।

১০। পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা।

১১। পরিসংখ্যান কর্মকর্তা।

১২। মুন্সেফ ।

১৩। ম্যাজিষ্ট্রেট।

১৪। গণ সংযোগ কর্মকর্তা।

১৫। রাজস্ব কর্মকর্তা।

১৬। ও.সি পুলিশ ষ্টেশন।

১৭। উপজেলা আনসার ও ভি.ডি.পি কর্মকর্তা।

Dhaka University Institutional Repository

উপজেলা পরিষদের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য

উপজেলা ব্যবস্থা প্রশাসনিক সংস্কারে একটি যুগান্তকারী বিবর্তন সূচনা করে। এর মূল লক্ষ্য ছিল ৬৮ হাজার গ্রাম বাঁচলে বাংলাদেশ বাঁচবে। এই ব্যবস্থার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হলো-

১। স্বাধীনতার সুফল সকল নাগরিকের কাছে ফলপ্রসুভাবে পৌছে দেয়া।

২। নগর ও গ্রামের জীবন যাত্রার মানের বৈষম্য দূর করা।

৩। সকল এলাকার সুষম উন্নয়ন।

৪। দায়িত্ববোধ তথা জনগনের কাছে জবাবদিহিতামূলক, প্রতিনিধিত্বশীল শাসন কায়েম করা এবং সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে সেবার আদর্শ জাগ্রত ও শক্তিশালী করা।

সর্বোপরি উন্নয়ন কর্মকান্ডে পল্লীর জনগণকে সম্পৃক্ত করা এবং তাদেরকে একটি দক্ষ ও সংবেদনশীল প্রশাসন ব্যবস্থা উপহার দেয়াই ছিল এর মূল লক্ষ্য।

উপজেলা পরিষদের তহবিল গঠন

বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচীর অধীনে উপজেলা পরিষদকে পরিকল্পনা প্রনয়ন ও বাস্তবায়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায় দায়িত্ব অর্পন করা হয়। উপজেলা পরিষদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পন্ন করার জন্য তহবিল ও রাজস্বের প্রয়োজন ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

তাই ১৯৮২ সালের স্থানীয় সরকার উপজেলা পরিষদ এবং উপজেলা প্রশাসন পূর্ণগঠন অধ্যাদেশ অনুযায়ী প্রত্যেকটি উপজেলা পরিষদের অধীনে একটি তহবিল গঠনের কথা উল্লেখ করে। যার নাম থাকবে উপজেলা পরিষদ তহবিল। এর এক্তিয়ারে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্ত-

১। অধ্যাদেশের অধীনে পরিষদ কর্তৃক আরোপিত সকল কর সমূহ রেট, টোল, ফি এবং অন্যান্য চার্জসমুহ।

২। পরিষদ কর্তৃক দেয় অথবা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ভাড়া ও লাভ সমূহ।

৩। অধ্যাদেশের অধীনে অথবা স্বল্পকালীন মেয়াদে কার্যকর যে কোন আইনের বলে পরিষদের কার্যাবলী সম্পাদনার্থে গৃহীত অর্থাদি।

৪। ব্যক্তি বিশেষের অথবা প্রাতিষ্ঠানিক বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দেয় দান সমূহ।

৫। পরিষদের ব্যবস্থাপনার অধীনে সমস্ত ট্রাষ্ট থেকে প্রাপ্ত অর্থ।

৬। সরকার এবং অন্যান্য কর্তৃপক্ষের দেয় অনুদান।

৭। বিনিয়োগকৃত মুনাফা, এবং

৮। এইরূপ কোন উৎস হতে আগত অর্থাদি যা সরকার পরিষদ তহবিলে জমা দানে নির্দেশ দান করবেন।

Dhaka University Institutional Repository

পরিষদের রাজস্ব আয়

প্রশাসনিক পূর্ণবিন্যাসের ফলে প্রাক্তন গণ পরিষদের স্থলে উপজেলা সৃষ্টির মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ গঠন করা হয়। প্রাক্তন থানা পরিষদ সমূহের করারোপ ও করাদায়ের কোন ক্ষমতা না থাকায় মূলতঃ তাদের কোন রাজস্ব প্রশাসনের সৃষ্টি হয়নি। উন্নয়ন ধারা অক্ষুন্ন রাখার উদ্দেশ্য রাজস্ব আদায়ের মাধ্যমে তহবিল গঠন করার জন্য ১৯৮৩ সালে এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে উপজেলা কর বিধিমালা প্রনয়ন করেছে যাতে উপজেলা পরিষদ গুলো তাদের আর্থিক ভিত মজবুত করতে পারে।

এ ছাড়া বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের সুবিধার্থে কেন্দ্রীয় সরকার উপজেলা পরিষদগুলোকে প্রতি বৎসর জাতীয় রাজস্বের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ বরাদ্দ করত। নীচে সে সম্পর্কে একটি সারণী দেয়া হলো ঃ

সারণী-২

উপজেলা জাতীয় রাজস্ব বরাদ্দ

বৎসর	উপজেলা কাঠামো কোটি টাকায়	উপজেলা উন্নয়ন তহবিল	মোট কোটি টাকায়	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে এর %	রাজস্ব উদ্ধৃত্তের %
১৯৮২/৮৩	১৩০.০০	-	১৩০.০০	৭.১৭	২৩
১৯৮৩/৮৪	১৭২.৩০	১৭০.৯৫	৩৪৩.২৫	১৮.১৫	৬৬
১৯৮৪/৮৫	২২৩.০০	২০০.০০	৪২৩.০০	২২.৫০	৭৭
১৯৮৫/৮৬	২২৫.০০	২০০.০০	৪২৫.০০	২৫.১৭	৬৫
১৯৮৬/৮৭	১৭৫.০০	১৬০.০০	৩৩৫.০০	১৮.৭৫	৩৪
১৯৮৭/৮৮	১৭০.০০	২০০.০০	৩৭০.০০	২০.২০	৬৩
১৯৮৮/৮৯	১৩০.০০	৭০.০০	২০০.০০	১১.৭৮	-
১৯৮৯/৯০	১৫০.৬৩	৫০.০০	২০০.৬৩	১২.২০	-

(উৎসঃ পরিকল্পনা কমিশন, ১৯৯০)।

Dhaka University Institutional Repository

উপজেলা পরিষদের কার্যাবলী

উপজেলা পরিষদের ক্ষমতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধির ফলে এর কার্যাবলী অনেক বৃদ্ধি করা হয়। স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ (১৯৮২) দ্বিতীয় তফসিলে মানোন্নীত থানা তথা উপজেলা পরিষদের যে সব কার্যাবলীর বর্ণনা দেয়া আছে তা নিম্নরূপঃ-

১। উপজেলা পর্যায়ের সকল ধরণের উন্নয়ন কার্যক্রম/প্রকল্প প্রনয়ন, বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন ইত্যাদি।

২। ইউনিয়ন উন্নয়ন পরিকল্পনায় ভিত্তিতে উপজেলা পরিকল্পনা প্রনয়ন।

৩। ইউনিয়ন পরিষদের কাজকর্মে সহায়তা ও উৎসাহ প্রদান।

৪। স্বাস্থ্য, পরিবার-পরিকল্পনা ও পরিবার কল্যাণ কার্যক্রমকে এগিয়ে নেয়া।

৫। পরিবেশ ব্যবস্থাপনার কাজ।

৬। ইউনিয়ন পরিষদ সমূহের চেয়ারম্যান, সদস্য ও সচিবদের প্রশিক্ষণ।

৭। উপজেলায় সরকারী নীতি ও কর্মসূচী বাস্তবায়ন।

৮। ডেপুটেশনের অধীন হস্তান্তরিত বিষযের কর্মকর্তাদের কর্মরত কাজের তদারক নিয়ন্ত্রন ও সমন্বয় সাধন।

৯। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম জোরদার করা।

১০। কর্মসংস্থান বৃদ্ধির কার্যক্রমে উৎসাহ প্রদান।

১১। উপজেলা সমবায় আন্দোলন সম্প্রসারণ ও বিকাশ।

১২। উন্নয়ন কর্মকান্ডে জেলা পরিষদের সহায়তা করা।

Dhaka University Institutional Repository

১৩। সকল পল্লীপূর্ত কার্যক্রমের পরিকল্পনা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন।

১৪। উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে কৃষি কার্যক্রম জোরদারকরণ।

১৫। শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক কার্যক্রমের বিকাশ।

১৬। গবাদি পশু, মৎস্য চাষ ও বণ সম্পদ উন্নয়ন।

১৭। সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট অন্যান্য কার্য সম্পাদন।

১৮। সমাজ সেবামূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

উপজেলা পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলীর বর্ণনা ও পর্যালোচনা

১। উপজেলা পরিষদের যে কার্যতালিকা উপরে দেয়া হয়েছে তা ১৯৭৬ সালের স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ প্রদত্ত থানা পরিষদের কার্যতালিকা হতে অনেক ব্যাপক। থানা পরিষদের কার্যতালিকায় উন্নয়ন তৎপরতা সমন্বয়, প্রকল্প প্রনয়ণ, প্রকল্প বাস্তবায়ন, ইউনিয়ন পরিষদের কাজকর্মে সহায়তা প্রদান এবং প্রতিনিধি ও কর্মীদের প্রশিক্ষণ দান, পরিবার পরিকল্পনা এবং পরিবেশ ব্যবস্থাপনা এই সাতটি কাজের উল্লেখ ছিল। কিন্তু স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ (১৯৮২) উপজেলা পরিষদের কার্যাবলীতে থানা পরিষদের সব কয়টি কাজ অর্ন্তভূক্ত করে আরো কতগুলো নতুন বিষয় সংযোজিত করেছিল। সেগুলো হলো কৃষি, মৎস্য, শিক্ষা, পল্লীপূর্ত সামাজিক সাংস্কৃতিক ও কর্মসংস্থানবর্ধন কার্যক্রম প্রভৃতি।

Dhaka University Institutional Repository

২। পূর্বের থানা পরিষদ সীমিত অর্থে সম্পাদন যোগ্য থানা পর্যায়ের স্বল্প সংখ্যক প্রকল্পের দায়িত্ব পালন করত। পরবর্তীতে উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন মঞ্জুরী বহুগুন বৃদ্ধি করা হয়। সরকার নিয়ন্ত্রনাধীন বিষয় ব্যতীত সকল উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং বাস্তাবায়নের বিভিন্ন পর্যায়, যেমন- প্রকল্প প্রনয়ন, অনুমোদন, মনিটরিং মূল্যায়ন ইত্যাদি উপজেলা পরিষদের এক্তিয়ারভূক্ত। বস্তুতঃ স্থানীয় পর্যায়ে প্রকল্পের ব্যাপারে উপজেলা পরিষদ পূর্নাঙ্গ ক্ষমতার অধিকারী ছিল।

৩। পূর্বের পরিষদের কর আরোপ ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু প্রথমবারের মতো উপজেলা পরিষদের করারোপের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ (৮৩) এর ৪২ নং ধারায় বর্ণিত আছে যে, পরিষদ তৃতীয় তফশিলে বর্ণিত সকল ধরণের বা যে কোন কর, রেট টোল এবং ফি নির্ধারিত নিয়মে সরকারের পূর্ব অনুমতি সাপেক্ষে ধার্য করতে পারবে।

৪। স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ (১৯৮৩) চতুর্থ তফশিলে উপজেলা পরিষদ কর্তৃক কতিপয় শাস্তিযোগ্য অপরাধের বর্ণনা আছে। এসব হচ্ছে-

(ক) পরিষদ কর্তৃক আইনানুগভাবে আরোপিত কর বা অন্যান্য দেয় অর্থ পরিশোধে ফাঁকি দিলে।

(খ) পরিষদ অধ্যাদেশের কোন ধারা বা বিধান বলে কোন ব্যাপারে কোন তথ্য জানতে চাইলে তা দিতে ব্যর্থ বা ভুল তথ্য দেয়া হলে।

(গ) এই অধ্যাদেশের ধারা বা বিধানবলে যে সব কাজ করতে লাইসেন্স বা অনুমতি পত্র প্রয়োজন কেউ সে সব কাজে লাইসেন্স বা অনুমতি পত্র ব্যতীত নিয়োজিত থাকলে।

Dhaka University Institutional Repository

(ঘ) এ অধ্যাদেশের ধারা বা বিধান অথবা এদের আওতায় তৈরী যে কোন আদেশ, নির্দেশ, বিজ্ঞপ্তি বা ঘোষণার লংঘনজনিত কাজ করলে।

৫। সরকারী অধ্যাদেশের আওতায় রেগুলেশন তৈরী করতে পারবে উপজেলা পরিষদ।

৬। সরকার প্রয়োজনবোধে এ অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পথ সুগম করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিধানের পরিপন্থী নয় এমন প্রবিধান তৈরী করতে পারবে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউ.এন.ও)

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হবেন নির্বাচিত উপজেলা চেয়ারম্যানের স্টাফ অফিসার। উপজেলা পরিষদের নির্বাহী কর্মকর্তা হবেন পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। তিনি উপজেলা চেয়ারম্যানের নিকট দায়ী থাকবেন। উপজেলা পরিষদের নীতি ও সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে তিনি চেয়ারম্যানকে সহায়তা করবেন।

Dhaka University Institutional Repository

ইউ.এন.ও এর কার্যাবলী

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নিম্নলিখিত কার্যাবলী সম্পাদন করবেনঃ

১। উপজেলা পর্যায়ের সব উন্নয়ন ও প্রশাসনিক কাজ তদারকিতে তিনি উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানকে সহায়তা করবেন।

২। একটা সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচী প্রনয়ন এবং তা বাস্তবায়নে তিনি উপজেলা পরিষদকে সহায়তা করবেন।

৩। কোন কারণে উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে উপস্থিত হতে অসমর্থ হলে তিনি আদালতে উপস্থিত থেকে নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবেন, যেমন- মামলার বিচারাধিকার, জামিন সম্পর্কিত বিষয়ের শুনানী, মূলতবী আদেশ ইত্যাদি।

৪। উপজেলা পরিষদের নির্দেশ অনুযায়ী তিনি প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে খাদ্যসহ রিলিফ সামগ্রী গ্রহণ ও মওজুদকরণসহ জরুরী দায়িত্ব পালন করবেন।

৫। উপজেলা রাজস্ব ও বাজেট প্রশাসন তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করবেন।

৬। উপজেলা প্রশাসনের ব্যাপারে সরকারী নির্দেশ প্রতিপালিত হয় কিনা তা নিশ্চিত করবেন।

৭। প্রটোকল দায়িত্ব পালন করবেন।

৮। উপজেলার মধ্যে তার বিভাগের সকল প্রশিক্ষনের ব্যাপারে তিনি দায়ী থাকবেন এবং উপজেলা পর্যায়ের সকল প্রকার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সমন্বয় সাধন করবেন।

Dhaka University Institutional Repository

৯। তিনি তার অধীনে প্রত্যক্ষভাবে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্ষেত্রে আয়ন ও ব্যয়ন কর্মকর্তা হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন।

১০। তিনি তার অধীনে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাজ তদারক করবেন।

১১। তিনি সরকার কিংবা উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী বা যে কোন আইন বলে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত কাজ সম্পাদন করবেন।

১২। তিনি সংরক্ষিত বিষয়ক উপজেলা কর্মকর্তাদের তত্ত্বধান ও সমন্বয় সাধন করবেন।

Dhaka University Institutional Repository

উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান

উপজেলা পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যান হচ্ছেন পরিষদের প্রধান নির্বাহী। পরিষদের নির্বাহী ক্ষমতা প্রত্যক্ষভাবে তার মাধ্যমে অথবা তার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কর্মকর্তার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে প্রয়োগ করা হবে। উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদের দৈনন্দিন প্রশাসনিক কাজ পরিচালনা করবেন এবং উপজেলা পরিষদের কর্মচারীদের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রনের জন্য দায়ী থাকবেন।

চেয়ারম্যানের কার্যাবলী

উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নিম্নোক্ত কাজগুলো সম্পাদন করবেনঃ

১। (ক) সরকারী কর্মচারী ব্যতীত উপজেলা পরিষদের যে কোন কর্মচারী নিয়োগ বদলী, শাস্তি বা বরখাস্তকরণ।

(খ) উপজেলা পরিষদ কর্তৃক ধার্যকৃত ট্যাক্স, রেট, টোল, ফি ও অন্যান্য পাওনা সংগ্রহ ও আদায়করণ।

(গ) উপজেলা পরিষদের পক্ষে সব অর্থ গ্রহণ

(ঘ) উপজেলা পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা অতিক্রম না করে যে কোন খাতে অনুমোদিত বাজেট থেকে অর্থ ব্যয়করণ।

(ঙ) পরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সমূদয় বিষয়

Dhaka University Institutional Repository

(চ) পরিষদের তরফ হতে পরিষদের বিভিন্ন বিষয় ও কাজ সম্পর্কীয় প্রস্তাব ও প্রকল্পের ব্যাপারে উদ্যোগ ও প্রস্তুতি গ্রহণ।

(ছ) পরিষদ পর্যায়ে প্রতিনিধিত্বকারী সরকারী কর্মকর্তাদের উপর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ক্ষমতা প্রয়োগ।

(জ) লাইসেন্স, পারমিট ইত্যাদি মঞ্জুর।

(ঝ) অধ্যাদেশের আওতায় যে কোন অপরাধের ব্যাপারে অভিযোগ উত্থাপন।

(ঞ) পরিষদের পক্ষ থেকে মোকদ্দমা শুরু করা ও তা পরিচালনা করা।

২। পরিষদ ও উপজেলা সংক্রান্ত পরিসংখ্যান রক্ষনাবেক্ষণ ও সরবরাহ পরিষদের অর্থ ও হিসাব রক্ষার কাজ করবেন।

৩। উপজেলা পরিষদের পক্ষে সব পত্র যোগাযোগ, উপজেলা পরিষদের পক্ষে নোটিশ জারী, অধ্যাদেশের আওতায় সব অপরাধ নিস্পত্তি এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য কাজ করবেন।

৪। উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান উপজেলার সব উন্নয়ন কাজের সমন্বয় সাধন করবেন।

৫। তিনি সব উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ের নীতিমালা প্রনয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন, প্রকল্প চিহ্নিত করবেন এবং এসব পরিকল্পনাগুলো নির্দিষ্ট সময়ে বাস্তবায়ন, মনিটরিং এবং মূল্যায়ন নিশ্চিত করবেন।

Dhaka University Institutional Repository

৬। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দূর্ভিক্ষ ও মহামারীর সময় তিনি ত্রান কাজের জন্য দায়ী থাকবেন।

৭। কৃষি ও খাদ্য উৎপাদনসহ তিনি কর্মসংস্থানমূখী কার্যক্রম সংগঠন ও জোরদার করবেন। তিনি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যাবলীকে উৎসাহিত করবেন এবং প্রাথমিক শিক্ষায় সুষ্ঠু প্রশাসন ও পরিচালনার জন্য দায়ী থাকবেন।

৮। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য তিনি দায়ী থাকবেন।

৯। উপজেলার মধ্যে সরকারী নীতি ও কর্মসূচী বাস্তাবায়নের জন্যেও তিনি দায়ী থাকবেন।

১০। আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য তিনি প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবেন।

১১। তিনি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাসহ সকল হস্তান্তরিত বিষয়ক অফিস প্রধানদের বার্ষিক গোপনীয় রিপোর্ট লেখার উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

১২। উপজেলার আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা তার জন্য বাধ্যতামূলক।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

উপজেলা ব্যবস্থা ও বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়া

প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরন নিঃসন্দেহে এরশাদ সরকারের একটি সুদুর প্রসারী বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। ১৯৮২ সালে এরশাদ সামরিক শাসন জারীর পর পরই সংবাদ সংস্থার কাছে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, "দেশে এমন একটি গনতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রদান করা বর্তমান সরকারের লক্ষ্য যে ব্যবস্থায় ক্ষমতা সত্যিকার অর্থে জনগনের হাতে ন্যস্ত থাকে। এই গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা দ্বারা আমরা বিশ্ব ইতিহাসে এমন এক নজির সৃষ্টি করব যা বিশ্বের কোথাও কোন সামরিক কর্তৃপক্ষ দিতে পারে নাই।" স্থানীয় গনতন্ত্রের বিকাশ সাধনে এরশাদের এই উক্তি নিছক দাম্ভিকতা ছিল না। এরশাদ জনগনকে সু-শাসন প্রদানের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছিলেন।

উপজেলা ব্যবস্থা দেশের সবচেয়ে শক্তিশালী ও কার্যকরী স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার শুভ সূচনা করেছিল। অন্যান্য স্থানীয় সরকার যেমন, ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, জেলা পরিষদ ও সিটি কর্পোরেশনের হাতে সরকার স্বীয় আওতাধীন কোন ক্ষমতা ও কার্যাবলী হস্তান্তর করেনি। কিন্তু উপজেলা ব্যবস্থায় শহর ও গ্রামাঞ্চলের সমন্বয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতীয় জনসমাজ গঠনের তাগিদে সরকারী কতিপয় ক্ষমতা তুলে দেয়া হয় পরিষদের হাতে।

উপজেলা ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় প্রশাসন যন্ত্রের পরিবর্তে কেন্দ্রবিমুখী প্রশাসন ব্যবস্থার সূচনা করা হয়েছিল। অস্থানীয়, অনির্বাচিত ও জবাবদিহিতার দায়মুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

আমলাতান্ত্রিক প্রশাসন ব্যবস্থার পরিবর্তে নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে গনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে, জনগনের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি বর্ধনের পথ প্রশস্ত করা হয়েছিল। প্রশাসনকে জনগনের কাছে দায়বদ্ধ রেখে ক্ষুদ্রতর পরিমন্ডলে উপজেলা প্রশাসনকে করে তোলা হয়েছিল সজীব, সক্রিয়, প্রানবন্ত ও উৎপাদন মুখী।

বিকেন্দ্রীকরনের অর্থ হল, স্থানীয় পর্যায়ে শাসন প্রতিষ্ঠানের কাজে ক্ষমতার বৈধ হস্তান্তর। রন্ডিনেলীর মতে, পরিকল্পনা প্রনয়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহন এবং গনকার্যক্রমের ব্যবস্থাপনার ক্ষমতা জাতীয় পর্যায় থেকে স্থানীয় পর্যায়ে হস্তান্তর করাকে বিকেন্দ্রীকরণ বলে। স্থানীয় পর্যায়ে পৃথক প্রশাসনিক স্তর প্রতিষ্ঠা, গন-অংশ গ্রহন, রাষ্ট্রের কেন্দ্রীভূত ও আমলাতান্ত্রিক প্রশাসন ব্যবস্থার পরিবর্তে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে ক্ষমতা ও শাসন ব্যবস্থার গনতন্ত্রীকরণ হলো বিকেন্দ্রীকরণ নীতির মূল লক্ষ্য। Source ?

ডায়না কনিয়ার্স বিকেন্দ্রীকরণ নীতির পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন- Source ?

১। যে ব্যবহারিক কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছে।

২। প্রতিটি ব্যবহারিক কার্যক্রমের উপর হস্তান্তরিত ক্ষমতায় প্রকৃত ধরন;

৩। যে পর্যায়, স্তর এবং এলাকায় এরূপ ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছে ;

৪। এরূপ ক্ষমতা প্রতিটি পর্যায়, স্তর এবং এলাকায় অবস্থিত যে সব ব্যক্তি সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠানে হস্তান্তরিত হয়েছে; এবং

৫। যে সব আইনগত ও প্রশাসনিক ব্যবস্থায় মাধ্যমে এ ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনীতি প্রশাসন ও উন্নয়নের আলোকে বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়া

উপজেলা ব্যবস্থা কি বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়া এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে কনিয়ার্স প্রদত্ত বিকেন্দ্রীকরণের বৈশিষ্ট্যকে সামনে রেখে তিনটি পর্যায়ে রাজনৈতিক, প্রশাসনিক এবং উন্নয়ন এর আলোকে আলোচনা করা প্রয়োজন।

বিকেন্দ্রীকরণের সাথে রাজনীতি জড়িত। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক দিকটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটা বিকেন্দ্রীকরণের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে মূলতঃ রাজনৈতিক ক্ষমতার বিতরণ ঘটে এবং অনেক সময় রাজনৈতিক ক্ষমতা বিতরণের সমস্যারদরুন বিকেন্দ্রীকরণ সংক্রান্ত সংস্কার বাস্তবায়নের বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। স্থানীয় সরকারের সাথে কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন পরিচালনায় অংশীদারিত্বের প্রতি ইচ্ছা থাকা প্রয়োজন। যদি কেন্দ্রীয় সরকার স্থানীয় সরকারের সাথে সমতা নিশ্চিত না করে এবং কেন্দ্র আধিপত্যবাদী হয় তবে বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচী কার্যকরী হতে পারে না।

উপজেলা ব্যবস্থা ১৯৮২ সালে একটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে প্রবর্তন করা হয়। অর্থাৎ সাংবিধানিক অধ্যাদেশের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে, প্রশাসনিক আইনের মাধ্যমে করা হয়। এই অধ্যাদেশের মাধ্যমে সরকার পরিষদের উপর তার ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার বেশ কিছু ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। কোন কাজ সরকারের মতে, আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হলে বা জাতীয় নীতির পরিপন্থী মনে হলে সরকার (ক) সেই কার্যবিবরণী বাতিল করতে পারে; (খ) উপজেলা কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত বা আদেশ বাতিল করতে পারে; (গ) প্রস্তাবিত কোন কাজ নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে পারে; (ঘ) পরিষদকে যে কোন কাজ করতে বলতে পারে। সরকার নিজ ইচ্ছায় বা কারো আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে, পরিষদের কোন কাজের বা সাধারণভাবে সকল কাজের তদন্তের ব্যবস্থা নিতে

Dhaka University Institutional Repository

এবং তদন্তের ভিত্তিতে প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। তদন্তের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার যদি দেখতে পায় যে (ক) পরিষদ তার দায়িত্ব পালনে অক্ষম বা ক্রমাগত ব্যর্থ হচ্ছে; (খ) বিষয়াবলীর ব্যবস্থাপনায় বা আর্থিক দায়িত্ব পালনে অক্ষম; (গ) ক্ষমতার অপব্যবহার বা সীমানা অতিক্রম করছে তাহলে সরকার সর্বোচ্চ ১৮০ দিনের জন্য সংশ্লিষ্ট পরিষদ বাতিল ঘোষণা করতে পারে। লক্ষ্যণীয় যে উপজেলা পরিষদের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রনের যে ভাষা তা ১৯৫৯ সালে প্রনীত মৌলিক গণতন্ত্র আদেশের মোটামুটি অনুরূপ।

উপজেলা ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হলো, দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী যারা গ্রামে বাস করে তাদের সুখ-শান্তি নিশ্চিত করা এবং যারা আমলাতন্ত্রের হাতে সর্বাপেক্ষা বেশী অবহেলিত, নির্যাতিত ও শোষিত তাদের দুর্ভোগ অন্ততঃ কিছুটা হলেও লাঘব করা। তাত্ত্বিকভাবে উপজেলা ব্যবস্থা হলো আমলাতন্ত্র বশীকরণের মন্ত্র। কার্যতঃ দেখা যায়, জনগণের স্বার্থ অপেক্ষা সরকারী স্বার্থের প্রতি অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়। উপজেলা পরিষদে জনগনের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত উপজেলা চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণের পাশাপাশি উপজেলায় কর্মরত কর্মকর্তাগণ ছাড়াও সরকার মনোনীত ৪ জন সদস্য অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। নির্বাচিত সদস্যের পাশাপাশি মনোনীত সদস্য রাখার ব্যবস্থাকে বিকেন্দ্রীকরণের মৌলিক নীতির পরিপন্থী বলে বিবেচনা করা হয়। কেননা এতে গণস্বার্থ বিঘ্নিত হয়।

জেলা প্রশাসন একটি প্রশাসনিক সংস্থা এবং উপজেলা পরিষদ একটি রাজনৈতিক সংস্থা। উভয় সংস্থা স্ব-স্ব গন্ডীর মধ্যে থেকে সরকারী কাজ পরিচালনা করে থাকে। এ অবস্থায় উভয় সংস্থার মধ্যে দ্বন্দ্ব বা বিভেদ সৃষ্টির কোন অবকাশ থাকে না। কিন্তু উপজেলা পরিষদের উপর জেলা প্রশাসকের প্রভূত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। উপজেলা পরিষদে গৃহীত সিদ্ধান্তবলী সভার কার্যবিবরণী স্বাক্ষরের ১৪ দিনের মধ্যে জেলা প্রশাসক সমীপে পৌঁছানো

Dhaka University Institutional Repository

বাধ্যতা মূলক করা হয়েছে। উপজেলার বাজেট প্রনয়নের দায়িত্ব উপজেলা পরিষদের উপর ন্যস্ত হলেও বাজেট প্রনয়নের পর তার কপি সরকার এবং জেলা প্রশাসনের নিকট প্রেরণ করতে হতো। উপজেলা পরিষদ একটি বিধিবদ্ধ সু-শাসিত প্রতিষ্ঠান। উপজেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান সরাসরি সরকারের হাতে ন্যস্ত। উপজেলা পরিষদের কর্মকান্ডে জেলা বা বিভাগের কোন ভূমিকা ছিলনা। তবে সরকারের নির্দেশপ্রাপ্ত হলে জেলা প্রশাসকগণ, উপজেলা চেয়ারম্যানদের বিরুদ্ধে তদন্ত পরিচালনা করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক মানসিকতায় আচ্ছন্ন জেলা প্রশাসকেরা অকারণে পরিষদের প্রতি শত্রু ভাবাপন্না হয়ে পড়ে এবং সরকারের নির্দেশ ছাড়াই তদন্ত শুরু করে যা নিয়ম বর্হিভূত ছিল।

উপজেলা সিস্টেম গোড়া থেকেই কর্তৃত্ববাদী চরিত্রের আমলা ও রাজনীতিবিদদের প্রচন্ড বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। আমলারা শত শতাব্দী ধরে সীমাহীন ক্ষমতা ভোগ করে এসেছিল। কোম্পানী আমল থেকে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রন ছাড়া কাজ করার অভ্যাস। আমলাদের গতানুগতিক পদ্ধতির পরিবর্তে রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর শক্তিশালী আমলাতন্ত্রের পক্ষ থেকে তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিল। সরকার ১৯৮৪ সালের ২৪শে মার্চ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু দেশের ২৩টি বিরোধী দল এই নির্বাচনের বিরোধিতা করলে তা স্থগিত রাখা হয়। অবশেষে ১৯৮৫ সালের মে মাসে সেনাবাহিনীর কঠোর নিরাপত্তায় উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রার্থীরা ঝুঁকি নিয়ে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন। দুটি পর্যায়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম পর্যায়ে ১৬ই মে দেশের ৪৬০ টি উপজেলার মধ্যে ২৫১টিতে নির্বাচন হয়। এতে মোট ১২৮৩ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। অবশ্য দুটো উপজেলায় দু'জন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হবার সুযোগ লাভ করেন। বাকী ২০৭টি উপজেলায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২০শে মে এবং এতে মোট ১০৮৯ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা

Dhaka University Institutional Repository

করেন। উপজেলা নির্বাচনে বিভিন্ন কেন্দ্রে যদিও নির্বাচনী গোলযোগ, পুলিশের গুলিবর্ষন ও সংঘর্ষ হয়েছিল, তবুও শেষ পর্যন্ত ২২শে মে'র মধ্যে স্থগিত কেন্দ্রের ফলাফল ঘোষিত হয়। এক জরিপে দেখা যায়, শতকরা ৩৩ ভাগ ভোটার ভোট প্রদান করেন। পরবর্তী নির্বাচনে সকল রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণের প্রেক্ষীতে উপজেলা সিস্টেমের অনুকূলে জাতীয় ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

১৯৯০ এর ১৪-২৫ মার্চ অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ৩৩৬টি উপজেলায় জাতীয় পার্টি ১৪৪, আওয়ামী লীগ ৯১, স্বতন্ত্র ৩২, জামাত ২১, বি.এন.পি ১৬ ও অন্যান্য দল ২৫টি আসন লাভ করে। শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ ভোটার নির্বাচনে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। সকল রাজনৈতিক দলের নির্বাচনে অংশগ্রহনের প্রেক্ষিতে এবং বিদেশী পর্যবেক্ষকদের উপস্থিতিতে নির্বাচনী ফলাফলের বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। আলোচ্য নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই সত্যে উপনীত হওয়া যায় যে, বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থায় জন প্রতিনিধির মাধ্যমে শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি।

বাংলাদেশে বিকেন্দ্রীকরণের উল্লেখযোগ্য দিক

১৯৮২ সালে প্রশাসনিক সংস্কার এর জন্য গঠিত কমিটির রিপোর্টের আলোকে বাংলদেশে বিকেন্দ্রীকরণের যে প্রক্রিয়া শুরু হয় তার উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে-

(ক) শতাব্দীর বেশী পুরাতন মহকুমার অবলুপ্তি সাধন।

(খ) নিয়ামক ও উন্নয়নমূলক কার্যাবলী দেখার সুবিধার্থে থানা উন্নীতকরন।

Dhaka University Institutional Repository

(গ) সমপর্যায়ে কোন সরকারী সংস্থা সৃষ্টি না করে মহকুমাগুলোকে জেলায় পরিনত করা।

(ঘ) স্থানীয় উন্নয়নমূলক প্রকল্প প্রনয়ন, পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দিয়ে পুরাতন থানা কাউন্সিলগুলোকে উপজেলা পরিষদে রূপান্তর।

(ঙ) থানা কাউন্সিলের কাঠামো অপরিবর্তিত রেখে এটিকে সরাসরি ভোটে নির্বাচিত চেয়ারম্যানের হাতে ন্যস্ত করা।

(চ) উপজেলা পর্যায়ের সব কর্মকর্তাকে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের নিয়ন্ত্রনে আনা।

উপজেলা ব্যবস্থার মাধ্যমে বিকেন্দ্রীকরণের বাস্তবদিক

যদিও বলা হয়ে থাকে জনগনের সুবিধার জন্য প্রশাসনিক স্তর কমানো হয়েছে কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় একমাত্র মহকুমা স্তর ছাড়া কিছুই কমেনি। অন্য দিকে উপজেলা পরিষদ কেবলমাত্র স্থানীয় সরকার মন্ত্রনালয়ের নিয়ন্ত্রনেই নয় বরং তাদেরকে রাষ্ট্রপতির সচিবালয়, মন্ত্রী পরিষদ বিভাগসহ অন্যান্য বিভাগের আদেশ নির্দেশও পালন করতে হতো।

উপজেলা সৃষ্টির পূর্বে সব সময় সরকারী কর্মকর্তা কার্যত থানা কাউন্সিলের দায়িত্বে থাকতেন। এমনকি এই পদ্ধতি আরম্ভ হওয়ার দু'বছরেরও বেশী সময় পর্যন্ত একজন সরকারী কর্মকর্তা অর্থাৎ ইউ.এন.ও পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করেন এবং চেয়ারম্যানের সব সুযোগ সুবিধা ভোগ করেন। কিন্তু চেয়ারম্যানের নির্বাচনের পর তিনি তার অবস্থান হতে সরে

Dhaka University Institutional Repository

আসেন। এমনও দেখা গেছে, একজন প্রতিনিধি সদস্য (ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান) উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। এসব ক্ষেত্রে পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। একজন উপজেলা চেয়ারম্যানের দায়িত্ব প্রতিনিধি সদস্য হতে ভিন্নতর কারণ তাকে এলাকার প্রতিনিধিত্বের পাশাপাশি নির্বাহী কাজও সম্পাদন করতে হতো যার জন্য প্রয়োজন দক্ষতা এবং সরকারী কাজের অভিজ্ঞতা। চেয়ারম্যানের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা না থাকলে কাজে জটিলতা দেখা দেয় এবং অন্যান্য বিভাগের কর্মকর্তাগণ তার অধীনে কাজ করতে অনীহা প্রকাশ করেন। উপজেলা চেয়ারম্যান তার জনগণ দ্বারা নির্বাচিত হবার স্বীকৃতি এবং ইউ.এন. ও তার প্রশাসনিক ক্ষমতা, অভিজ্ঞতা ও পদমর্যাদাকে সম্বল করে পরস্পর পরস্পরের দূর্দান্ত বৈরী হিসাবে মুখোমুখী হয়। এই পরিস্থিতিতে বিকেন্দ্রীকরণের মূল লক্ষ্য ব্যাহত হয়। এই অবস্থার উন্নতির জন্য তৎকালীন সরকার ১২৫ জন ইউ.এন.ও-কে তাদের নির্দিষ্ট সময় অর্থাৎ বদলী হবার সাধারণ সময়সীমা তিন বছর পূর্ণ হবার পূর্বে তাদেরকে অন্যত্র বদলী করে ছিল। উপজেলা চেয়ারম্যানগণ ইউ.এন.ও-দের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন লিখতেন এটা তাদের কাজের একটি অংশ হিসেবে বিবেচিত হতো। কিন্তু পরবর্তীতে এটিকে নিস্ক্রীয় করে রাখা হয়। ১৯৮৫ সালে ঢাকাতে বিকেন্দ্রীকরণ স্থানীয় সরকার ও সম্পদ আহরণের উপর একটি আর্ন্তজাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উক্ত সেমিনারে ইউ.এন.ও-দের নিয়োগের প্রশ্নে উপজেলা পরিষদের মতামত নেয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। পরিষদের আপত্তির কারণে ইউ.এন.ওদের প্রত্যাহার করার কোন বিধান ছিল না। দ্বন্দ্বের কারণে ইউ.এন.ও-দের প্রত্যাহার করতে হলে ডি.সি-র মতামত প্রয়োজন। অনেক ডি.সি এটাকে অর্থ উপার্জনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেন। পারিতোষিক না পেলে ডি.সি. মতামত দানে বিরত থাকতেন।

সামরিক প্রশাসনের উপর বেসামরিক প্রশাসনের প্রাধান্য হল গণতন্ত্রের অন্যতম পূর্বশর্ত। বেসামরিক প্রশাসনের সশস্ত্র অংশ পুলিশ। পুলিশ

Dhaka University Institutional Repository

বেসামরিক প্রশাসনের পেশী শক্তি। জেলায় আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব ডিসির। কোম্পানীর আমল থেকেই এধারা চলে আসছে। এস.পি., ডিসির নিয়ন্ত্রনাধীন। মুনতাসির মামুন ও জয়ন্ত কুমার রায় তাদের "প্রশাসনের অন্দর মহলঃ বাংলাদেশ" শীর্ষক গ্রন্থে লিখেছেন, ১৯৬০ সাল পর্যন্ত এস.পির উপর ডি.সি-র নিয়ন্ত্রণ ছিল। ডিসি, এস.পি-র সামগ্রিক কর্মকান্ড ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে তার সম্পর্কের উপর বাৎসরিক একটি গোপন প্রতিবেদন পাঠাতেন বিভাগীয় কমিশণারকে। নিজের মতামতযুক্ত করে কমিশনার আবার তা পাঠাতেন ডি,আই,জি'র কাছে। ১৯৬০ সালে আইয়ুবী আমলে ডি.সির এই ক্ষমতা লুপ্ত করা হয়। ১৯৭৩ সালের শেখ মুজিবের বেসামরিক সরকারের আমলে এই ক্ষমতা আবার ডিসিকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ১৯৭৫ সালে জিয়াউর রহমানের সরকার আবার তা প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। পুরানো ঐতিহ্য ভঙ্গ করে ১৯৭৮ সালে এস,পির বেতন ডিসির বেতনের সমান করে দেয়া হয়েছিল। ১৯৭৬-৮০ সনের মধ্যে ২৩জন সেনা অফিসারকে পুলিশ সার্ভিসে অন্তর্ভূক্ত করে এস, পি পদে নিয়োগ করা হয়েছিল। সেনা শাসক এরশাদের আমলে বেসামরিক প্রশাসনের সামরিকীকরণ ব্যাপকতা লাভ করে। সে আমলে ৬৪টি জেলার মধ্যে ৫৩টি জেলায় এস.পি ছিলেন সামরিক বাহিনীর লোক। এর ফলে স্বভাবত পুলিশ সার্ভিস প্রাধান্য লাভ করে। এতে বেসামরিক প্রশাসন ম্রিয়মান হয়ে পড়ে। এর ফলশ্রুতিতে পুলিশ প্রশাসন অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে অবিশ্বাস্য রকমের নৃশংস ও বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল।

ফৌজদারী আদালতে সরকারী পক্ষের মামলা পরিচালনা করার জন্য, পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর পদ মর্যাদার একজন কর্মকর্তা থাকেন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে, পুলিশ কর্মকর্তা যারা বিভাগীয় কাজকর্ম খুব ভাল ভাবে সম্পন্ন করে না তাদেরকেই কোর্টে অনেকটা শাস্তিস্বরূপ নিয়োগ দেয়া হয়। অথচ এই পুলিশ কর্মকর্তাকে কোর্টে সম্পূর্ণভাবে একজন বিজ্ঞকৌসুলীর ভূমিকা পালন

Dhaka University Institutional Repository

করতে হয়। অনভিজ্ঞ পুলিশ কর্মকর্তা, অনভিজ্ঞ ও পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রশিক্ষণবিহীন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের কাছ থেকে সংগতকারণে উন্নতমানের বিচার আশা করা যায় না। আদালত দোরগোড়ায় হওয়াতে অনেক ছোট বিষয়কে বড় করে দেখিয়ে মামলা দায়ের করা হতো। যদিও দাবী করা হয়, আদালতের সংখ্যা বেশী হওয়াতে মামলা তাড়াতাড়ি নিস্পত্তি হতো। কিন্তু কার্যত নিস্পত্তিকৃত মামলা অপেক্ষা নতুন মামলার সংখ্যা বৃদ্ধির প্রবনতা বেশী ছিল।

উপজেলা বিচার বিভাগের সুবিধার জন্য দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত সৃষ্টি করা হয়েছিল। বিকেন্দ্রীকৃত বিচার ব্যবস্থা সন্তোষজনক ভূমিকা রাখতে পারেনি। এক্ষেত্রে দুটি কারণ চিহ্নিত করা যায়।

(ক) খুব দ্রুত অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগনকে বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা নিয়োগ, এমনকি তাদেরকে নূন্যতম বা পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ না দিয়েই সরাসরি কাজ করতে দেয়া হয়েছিল। কোন উপজেলাতেই উন্নতমানের কৌশুলী বা আইন বিষয়ে জানার মত গ্রন্থাগার ছিল না। এমন উপজেলাও ছিল যেখানে একজন উকিলও ছিল না। সংগত কারণে মামলার উভয় পক্ষ তখন সদরে গিয়ে কৌশুলী আনতে হতো। এক্ষেত্রে জেলা সদরের জজ কোর্ট বা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কোর্টের মামলা বাদ দিয়ে উন্নত মানের কৌশুলী কোন উপজেলায় যেতে আগ্রহী ছিলেন না। এ ধরনের পরিস্থিতিতে বিত্তহীন লোকদের অসুবিধা হতো কেননা মান যতই নিম্ন হোক না কেন কৌসুলীদের ফি এর হার অধিক ছিল।

(খ) যদিও বলা হয়ে থাকে, ম্যাজিস্ট্রেসীকে চেয়ারম্যানের নিয়ন্ত্রনের বাইরে রাখা হয়েছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যেত চেয়ারম্যান পরোক্ষভাবে বিচার কাজে হস্তক্ষেপ করতেন। ইউ.এন.ও-এর অবর্তমানে উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট ইউ.এন. ও হিসেবে দায়িত্ব সম্পাদন করতেন। স্বাভাবিকভাবেই

Dhaka University Institutional Repository

পরোক্ষভাবে উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেটের উপর চেয়ারম্যান প্রভাব বিস্তার করতে পারতেন।

উপজেলা অর্থ অফিসার যিনি একজন সহকারী কমিশনার, খন্ডকালীন ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কাজ করতেন। সহকারী কমিশনার সরাসরি চেয়ারম্যানের নিয়ন্ত্রনে থাকতেন এবং চেয়ারম্যান তার বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনও লিখতেন। এক্ষেত্রেও দেখা গেছে, চেয়ারম্যান বিচার কাজে হস্তক্ষেপ করছেন। আবার এমনও দেখা গেছে চেয়ারম্যান তার দলবল নিয়ে মিছিল করে উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট এর আদালত আক্রমন করে তার বা তার দলীয় লোকের পক্ষে রায় দাবী করেছিল।

উপজেলা পরিষদের দূর্বলতা হল, তার আর্থিক ব্যবস্থাপনা তথা দুর্বল অর্থনৈতিক ভিত্তি। বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদের হাতে সরকারী কার্যাবলীর ১০টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হস্তান্তরিত করা হয়েছিল। স্থানীয় সম্পদ আহরনে উপজেলা পরিষদের তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা না থাকায় বিকেন্দ্রীকরণের তাৎপর্য অনেকাংশে নিস্প্রভ হয়ে পড়েছিল। সরকার বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে স্থানীয় গণতন্ত্র এবং স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনকে শক্তিশালী করতে চেয়েছিল। এই মর্মে কোন আশ্বাস উপজেলা পরিষদের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় খুঁজে পাওয়া যায় না।

উপজেলা পরিষদের সকল প্রকার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়ন, বাস্তবায়ন এবং তদারক করার দায়িত্ব উপজেলা পরিষদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল। তবুও এ বিষয়ে তাদের সর্বময় ক্ষমতা স্বীকৃত ছিল না। যে কোন পরিকল্পনার অর্থ সংস্থান কিভাবে হবে এবং কোন সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়িত এবং তত্ত্বাবধান করা হবে, তা পূর্বেই সরকার কর্তৃক অনুমোদনের প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া উন্নয়ন পরিকল্পনায় অর্থ বরাদ্দ বিষয়ে বিধিমালা বেঁধে দেয়া হয়েছিল। কোন

Dhaka University Institutional Repository

কোন সূত্র থেকে প্রাপ্ত টাকা জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় উপজেলা সংশ্লিষ্ট অংশে বা উপজেলার বিশেষ প্রকল্পে ব্যয় করা যাবে তা বলা ছিল। কোন কোন ধরনের প্রকল্প উপজেলা পরিষদ গ্রহণ করতে পারবে সে বিষয়েও অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রনালয় থেকে এবং পরবর্তীতে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় থেকে সীমা রেখা বেঁধে দেয়া হয়েছিল। এর বাইরে বিচরণ করার ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদের আইনগত কোন ক্ষমতা ছিল না। অর্থাৎ নিজেদের বিশেষ প্রয়োজনেও উপজেলা পরিষদের প্রকল্প গ্রহনের এক্তিয়ার ছিল না। বাংলাদেশের যে কোন উপজেলায় কি ধরনের উন্নয়ন কার্যক্রম প্রয়োজন, তা কেন্দ্রে থেকে ধারনা করতে পারার কথা না থাকলেও সমগ্র দেশের জন্য পূর্বের ব্যবস্থার অনুকরনেই নতুন পদ্ধতিতে একই ধরনের উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহনের নীতিমালা প্রনীত হয়েছিল।

উপজেলা পরিষদ জন্মলগ্ন থেকে তহবিল শুন্যতায় ভুগতে থাকে। পরিষদের উন্নয়ন কর্মসূচী এবং প্রকল্প অর্থ যোগানোর জন্য পরিষদকে এককভাবে এবং সর্বতোভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের মঞ্জুরীর উপর নির্ভরশীল করে রাখা হয়েছিল।

মঞ্জুরীর উপর নির্ভরশীলতা প্রকৃত অর্থে পরিষদের স্বায়ত্বশাসনকে খর্ব করেছিল এবং সাধারণত মঞ্জুরীকে পরিষদের ক্রিয়াকান্ড নিয়ন্ত্রনের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হয়। মঞ্জুরী প্রকৃত পক্ষে পরিষদের উন্নয়ন হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না। রাজনৈতিক কারণে কিংবা গুরুতর অর্থনৈতিক সংকটের কবলে পড়ে কেন্দ্রীয় সরকার মঞ্জুরী হ্রাস করতে পারে।

প্রশাসনিক পূর্ণবিন্যাস/সংস্কার কমিটি স্থানীয় গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন ব্যয় হতে উপজেলা পরিষদকে উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী প্রদানকল্পে নিয়মিত ভাবে বরাদ্দের সুপারিশ করে। জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার) উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিটি উপজেলাকে বার্ষিক পঞ্চাশ লক্ষ টাকা বরাদ্দের সুপারিশ করেছিল। ১৯৮৮ সালের নজির বিহীন বন্যার কারনে উপজেলায় উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছিল।

সারণী-৩
উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী (প্রাপ্তি)

সাল	১ম কিস্তি	২য় কিস্তি
১৯৮৩-৮৪	২৫,০০,০০০	২৫,০০,০০০
১৯৮৪-৮৫	২৫,০০,০০০	১৭,০০,০০০
১৯৮৫-৮৬	২১,৫৯,৫০০	২২,৫২,০০০
১৯৮৬-৮৭	১৯,০৩,৫২৭	১০,৫৩,০৮০
১৯৮৭-৮৮	২৪,৬১,০০০	-
১৯৮৮-৮৯	১৬,৫৪,০০০	-
১৯৮৯-৯০	৫,৯৮,০০০	-
১৯৯০-৯১	৪৮০০০	-

(উৎসঃ আব্দুল খালেক, উপজেলা সংবাদ; ১৯৯৬)

উপজেলা পরিষদ অধ্যাদেশ ১৯৮২ এর তৃতীয় তফসীলে বর্ণিত ৮টি উৎসের উপর পরিষদকে করারোপের ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল । এর মধ্যে প্রধান ৩টি উৎস ছিল জলমহল, হাটবাজার ও বাসাভাড়া। হাট বাজারের ইজারা প্রদান পরিষদের আয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস। কিন্তু এই আয়ের উপর সরকার ক্রমবর্ধমান হারে ভাগ বসাতে থাকে। ইজরাবাবদ আয়ের শতকরা ৩০ভাগ সরকারী কোষাগারে জাম দিতে হতো। উপজেলা পরিষদ গঠনের পর থেকে এর রাজস্ব সংগ্রহের উৎস সম্প্রসারিত না হয়ে তা কালক্রমে নির্দিষ্ট ও সীমিত

Dhaka University Institutional Repository

হয়ে পড়েছিল। চাহিদার প্রেক্ষিতে পরিষদের ব্যয় বৃদ্ধি পাবে এটাই স্বাভাবিক। এই বর্ধিত ব্যয়ের সংগে পাল্লা দিয়ে সরকারী অনুদান বৃদ্ধির পরিবর্তে তা নৈরাশ্যজনকভাবে হ্রাস করা হয়েছিল।

সারণী-৪
আভ্যন্তরীন রাজস্ব আয় (প্রাপ্তি)

সাল	জলমহাল	হাটবাজার	বাসা ভাড়া	মোট
১৯৮৩-৮৪	৩৭৪৭১৬	৩১১৪৩০	৭১৯৭	৭২১৬৪৩
১৯৮৪-৮৫	১২৪৬০৮	৩৩৫৪৯৬	২৯৪৮৯	৫০৫৯৯৩
১৯৮৫-৮৬	৩১৮২৬০	২৭২২৩৭	১৭০১০৮	৭১৫৫৮৫
১৯৮৬-৮৭	৬৯১১৩৮	৩২১০০০	২৪০০০০	১২৪৩৪৪৬
১৯৮৭-৮৮	৪৩৯৯৫৩	৪২৯৬৯৫	২৪৬৭১৬	১১৪৬০৩৮
১৯৮৮-৮৯	৬৬৬৩৯৯	৫৩৭৪২৫	২৫০০০০	১৪৬৪১৩০
১৯৮৯-৯০	৭০০০০০	৫০০০০০	২৫০০০০	১৪৫০০০০
১৯৯০-৯১	৮০০০০০	৮০০০০০	৪০০০০০	২০৪৫০০০

(উৎসঃ- আব্দুল খালেক- উপজেলা সংবাদ; ১৯৯৬।)

বাংলাদেশের আভ্যন্তরীন রাজস্ব আয়ের ৯৭ ভাগ সংগ্রহ করে কেন্দ্রীয় সরকার। অবশিষ্ট মাত্র ৩ ভাগ আহরণ করে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান। স্থানীয় সরকারের মর্যাদা ও ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে হলে তাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনের জন্য তাদের করারোপের ক্ষমতা প্রসারিত করতে হবে। শক্তিশালী আর্থিক ব্যবস্থা স্থানীয় সরকারের উপর জনগনের আগ্রহ ও অংশগ্রহন নিশ্চিত করে।

Dhaka University Institutional Repository

উপজেলা ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ তাত্ত্বিকভাবে সমর্থনযোগ্য হলেও কার্যতঃ একে বিকেন্দ্রীকরণ বলা যায় না। আলোচনার মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে উপজেলা পর্যায়ে কেন্দ্র হতে কিছু ক্ষমতা স্থানান্তর করা হয়েছিল। রাজনৈতিক কারণে ও শক্তিশালী আমলাতন্ত্রের কারণে মূল ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে ছিল। রন্ডিনেলী এবং অন্যান্যরা উপজেলা ব্যবস্থাকে ব্যক্তিগতকরণ বা সরকারী হতে বেসরকারী কর্তৃপক্ষের কাছে কার্য বন্টন পদ্ধতি বলে মনে করেন। বস্তুতঃ উপজেলা ব্যবস্থা ক্ষমতা বন্টন প্রক্রিয়ার ফসল, এতে কোন সন্দেহ নেই। রন্ডিনেলী ও চিমা যথার্থই বলেছেন, বিকেন্দ্রীকরণের সুফল পেতে হলে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। বিকেন্দ্রীকরণের নীতি বাস্তবায়ন কখনো দ্বন্দ্ব মুক্ত নয়। বিভিন্ন দল উপদলের মধ্যে মতবিরোধ থাকবেই। উন্নয়নশীল দেশসমূহে একে প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাদি দূরীকরণের জন্য মহৌষধ হিসেবে বিবেচনা করাও ঠিক হবে না। এর বাস্তবায়নের ফলে আপনা হতেই দক্ষ কর্মকর্তা-কর্মচারীর অভাব দূর হবেনা। বরং প্রাথমিকভাবে তাদের চাহিদা বেড়ে যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

উপজেলা ব্যবস্থা ও গণ অংশগ্রহণ

সাম্প্রতিক কালে উন্নয়ন দর্শনে এবং চিন্তাধারায় জনগনের অংশগ্রহন যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। যাদের জন্য উন্নয়ন তাদেরকে লক্ষ্যবস্তু হিসেবে শুধু নয়, উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহনকারী রূপে দেখানো অপরিহার্য বলে মনে করা হয়। এর ব্যতিক্রম হলে উন্নয়ন স্থায়ী হয় না এবং জনগণের আশা আকাঙ্খা ও চাহিদা থেকে তা বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে সঠিকও হতে পারে না। উপর থেকে চাপানো উন্নয়ন কর্মসূচী যত ভালো উদ্দেশ্য নিয়েই তৈরী করা হোক না কেন, তৃণমূলে উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে না পারার কারণে, স্থানীয় জনগনের জীবনে স্থায়ীভাবে প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধনে উপযোগী নয়। এই সব কারণে এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরনে, প্রশাসন এবং উন্নয়ন কার্যক্রমে জনগনের অংশগ্রহন বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে বিবেচিত।

প্রশাসনের সকল ক্ষমতার মালিক জনগন। অথচ এতোদিন এই জনগন ছিল প্রশাসনের হাতে নিপীড়িত, নিগৃহীত ও লাঞ্ছনার পাত্র। মুস্তফা মজিদ সম্পাদিত 'বাংলাদেশের আমলাতন্ত্র' শীর্ষক গ্রন্থের ভাষায়-"আমাদের দেশে জনগন স্বাধীন রাষ্ট্রে পরাধীন নাগরিকের মত বাস করে। তারা যেখানেই যায় দেখে প্রভুর ভঙ্গিতে বসে আছে বিভিন্ন আমলা" (পৃঃ ২০৭) উপজেলা ব্যবস্থায় জনগনের দাস সুলভ বশ্যতার অবসান ঘটিয়েছিল। এ ব্যবস্থা আমলারা নেতা হবে না। তারা পরিচালিত হবে। নেতৃত্ব বিকাশে জন প্রতিনিধিরা, উপজেলা

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবস্থায় জনগনের ক্ষমতা জনগনের হাতে ফিরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছিল। সরকারী ভাষায়-

> The main objectives (of decentralisation) is to induce faster and appropriate development at the local level through direct participation of the local people. This will help in identification, planning and implementation of development projects which will benefit the local people most, more easily than before (planning commission 1983:1).

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ অপরিহার্য এবং আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রেও গণ অংশগ্রহনের ব্যাপক গুরুত্ব রয়েছে। স্থানীয় সরকার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে Van Schendel বলেন -

> We must take account of the views of the people who are the targets of development planning and it is from their sufferings and priorities the planning should originate.

Source?

অংশগ্রহনের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সংজ্ঞা দেয়া হলো-

> Participation means in its broadest sense to sensitive people to increase the respectivity and ability of rural people to respond to development programmes as well as to encourage local initiative. (UMA Lele, The Design of Rural Development, John Hopkins University Press, 1975).

> Participation is considered to be an active process meaning that the person or group in question takes initiatives and assets his/her on its autonony to do so. (Anisur Rahman, Concept of an Inquiry in Development Seeds or Change (1981).

?

Dhaka University Institutional Repository

মোহাম্মদ মোহাব্বত খান তাঁর "Process of Decentralization in Bangladesh" প্রবন্ধে বলেন,

> The success and failure of decentralization policies of the government in Bangladesh must be judged in terms of nature and extent of popular participation at the upazila level in political and economic spheres.

Source ?

Harry W. Blair বলেন-

> Participation as a core element in development strategy should have a good future in Bangladesh (H. Blair, Participatory Rural Development.)

উপজেলা ব্যবস্থায় গণ অংশগ্রহনকে সরকার পরিচালনার অপরিহার্য বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করায় তিনি এই উক্তি করেন।

উপজেলার তাত্ত্বিক ভিত্তি, অংশগ্রহনের সংজ্ঞা ও গুরুত্বের প্রেক্ষিতে উপজেলা ব্যবস্থায় গণ অংশগ্রহনের কার্যকারীতা আলোচনা করা যেতে পারে।

পরিকল্পনা প্রনয়ন ও বাস্তবায়নে জনগনের অংশগ্রহণ

উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়ন প্রক্রিয়ায় জনগনের অংশগ্রহন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উপজেলা ব্যবস্থা প্রধান ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়েছে। উপজেলা সৃষ্টির মূল বক্তব্য ছিল প্রশাসনকে জনগনের কাছাকাছি নিতে হবে এবং এই প্রক্রিয়ায় দারিদ্র্য দুর করা হবে। সরকারী নির্দেশে বলা ছিল, প্রত্যেক উপজেলা পরিষদ একটি পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা ও বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করবে। কিন্তু বাস্তবতা ছিল ভিন্ন। পরিকল্পনা প্রনয়নে এই নির্দেশ মানা হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

পরিকল্পনা প্রনয়নের ক্ষেত্রে জনকল্যাণ, বাস্তবসম্মত উন্নয়ন, উপজেলার সামগ্রিক উন্নয়ন, আর্থসামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়ন, সমস্যা চিহ্নিত ও মৌলিক চাহিদা পূরনের দিকে তেমন লক্ষ্য রাখা হয়নি। উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এবং একটি প্রজেক্ট সিলেকসন কমিটি যার সদস্যরা বেশীরভাগই উপজেলা থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন তাদের দ্বারা পরিকল্পনা প্রণীত হতো। একটি রিপোর্টে জানা যায় ৬৪টি উপজেলার মধ্যে ৩৪টি উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। প্রজেক্ট বাস্তবায়নে প্রজেক্ট অফিসার, ইঞ্জিনিয়ার এবং ঠিকাদার সক্রিয় ছিল। এতে টার্গেট গ্রুপের কোন ভূমিকা ছিলনা। পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী স্বার্থ, স্থানীয় প্রভাবশালীদের স্বার্থ এবং আংশিকভাবে ধনী ও মধ্যম কৃষকদের স্বার্থের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হত।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডাঃ শামসুর রহমান জরীপের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রনয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জনগনের অংশগ্রহন এর বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন। (রাষ্ট্র বিজ্ঞান সমিতি পত্রিকা, ১৯৯৩)। এ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় আলোচ্য প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-৬ পরিকল্পনা যথাযথভাবে গ্রহণ না করার কারণ সমূহ	
কারণ	মতামতের শতকরা হার
সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব	১৪
ব্যক্তিত্বের অভাব	২০
দক্ষ ব্যক্তির অভাব	২০
সততার অভাব	১৪
অভিজ্ঞতা ও কাজের উদ্যোমের অভাব	৫
উদ্যোগের অভাব	৫
টার্গেট গ্রুপের অংশগ্রহনের অভাব	৭
রাজনৈতিক প্রভাব	৫
সম্পদের অপ্রতুলতা	৫
অন্যান্য	৫
মোট	১০০

(উৎসঃ রাষ্ট্র বিজ্ঞান সমিতি পত্রিকা পৃঃ-১৬৬।)

সারণী-৬ পরিকল্পনা বাছাইয়ের নির্ধারক উপাদান	
উপাদান	শতকরা হার
এলাকার প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে	৪১
স্থানীয় এলিটদের প্রভাব	৫২
ব্যক্তিগত স্বার্থ	৫
দল এবং গোষ্ঠীগত স্বার্থ	২

(উৎসঃ- রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতি পত্রিকা, পৃঃ ১৬৭)

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত দুটো সারণী থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, পরিকল্পনা প্রনয়ন ও বাস্তবায়নে জনগণের প্রয়োজন বা চাহিদা অপেক্ষা ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছিল। দক্ষতা, অর্থাভাব, প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাব সর্বোপরি, উদ্যোগ ও সততার অভাবে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। অথচ উপজেলা সৃষ্টির শুরুতেই এরশাদ নিউজ উইকের এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, "উন্নয়নশীল কোন দেশে দূর্ণীতি উচ্ছেদ করা সম্ভব নয় ঠিকই তবে তা হ্রাস ও নিয়ন্ত্রন করা সম্ভব। এক হাতে ক্ষমতা কুক্ষিগত না রেখে 'চেক এন্ড ব্যালান্স' পদ্ধতির প্রবর্তন করে দূর্নীতি রোধ করা যায়। উপজেলা ব্যবস্থা সেই 'চেক এন্ড ব্যালান্স' পদ্ধতির ফসল। উপজেলা ব্যবস্থায় শাসক দলের কর্মীদের লুট পাটের কোন অবকাশ নেই।"

প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে জনগনের অংশগ্রহন অত্যন্ত সীমিত ছিল। এতে অধিকাংশ সময়ে জনগনের স্বার্থের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হতো না। এ প্রসঙ্গে ডঃ নুরে আলম সিদ্দিকী "Problems of People's Participation at the Grass Roots: Decentralised Local Government in Perspective" প্রবন্ধে একটি উদাহরনের মাধ্যমে তা তুলে ধরেছেন। ১৯৯০ সালে ঘোড়িয়াল দাঙ্গা ইউনিয়নের অন্তর্গত বাগরাছড়া গ্রামে রাস্তা মেরামতের প্রকল্প নেয়া হয়। জনগন তা জানতে পারে যখন রাস্তা নির্মানের জন্য মাটি কাটা হয়। গ্রামবাসী উপলব্ধি করল এই রাস্তা তাদের যতটা উপকারে আসবে, তার চেয়ে বেশী তাদের ফসলের ও চাষাবাদের জমির ক্ষতি করবে। কিন্তু ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও কমিটির সদস্যরা তাদের প্রকল্প বাস্তবায়নে দৃঢ়তা প্রকাশ করে। অপরদিকে, সাবেক ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের সহযোগিতায় গ্রামবাসী উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে বাধা দেয়। ফলে প্রকল্প শ্রমিকদের সাথে গ্রামবাসীর সংঘর্ষ বাঁধে ও বহুলোক হতাহত হয়। অবশেষে, উপজেলা প্রশাসনের সহায়তায় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান পুলিশ মোতায়েন করে উক্ত কাজ সম্পন্ন করে। (Journal of Administration and Diplomacy, p. 154).

Dhaka University Institutional Repository

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের ডঃ এমঃ শায়রুল মাশরেক এবং এম. রুহুল আমিন "The Issue of Participation in Development Planning at the Local Level in Bangladesh" প্রবন্ধে একইভাবে জনগনের সীমিত অংশগ্রহনের কথা স্বীকার করে বলেন-

> The UZP finalised plans and projects without caring to see to it that public opinion was duly respected and properly asked. Even if open public discussion was held, it was merely a show off. It could not make any significant contribution through making tangible changes in the plan tailored by experts and finalised by the docile members of the parisad. The parishad's policy decision regarding development planning was little influenced by the pressure of the public opinion as the members were not directly responsible to the public. (Source: The Journal of Political Science Association, Pg. 232).

নির্বাচন প্রক্রিয়ায় গনঅংশগ্রহণঃ- নির্বাচন ও নির্বাচন প্রক্রিয়া আধুনিক গণতন্ত্রের প্রান স্বরূপ। সাংবিধানিক নির্বাচন প্রক্রিয়ার বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা থাকা সত্বেও গণতন্ত্রের চর্চা ও জনগনের অংশগ্রহণ নির্বাচন প্রক্রিয়ার মৌল বৈশিষ্ট্য বলে ধারনা করা হয়। (Neuman; The Paradox of Mass Politics, 1986) উপজেলা বিকেন্দ্রীকরণ উপজেলা পরিষদে প্রতিনিধি নির্বাচনে, জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে না। কিন্তু পূর্বের আমলা নির্ভর কাঠামোকে গণতান্ত্রিক জবাবদিহি ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করার অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিল। ১৯৮২ হতে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত উপজেলা পরিষদে মাত্র দুটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮৫ সালে একটি এবং অপরটি ১৯৯০ সালে।

উক্ত দুটি নির্বাচনে জনগন স্বতঃস্ফুর্তভাবে তাদের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে পারেনি। দারিদ্র্য এর প্রধান কারণ। যদিও সাংবিধানিকভাবে ভূমিহীন দরিদ্র

Dhaka University Institutional Repository

কৃষকও ভোট দানের অধিকার রাখে। বাস্তবে তাদের এই অধিকার অর্থের বিনিময়ে বিক্রয় করা হয়। ডঃ নূরে আলম সিদ্দিকী তার "Decentralisation and Development: Theory and Practice in Bangladesh" গ্রন্থের নবম অধ্যায়ে একাধিক বাস্তব উদাহরনের মাধ্যমে এর সত্যতা যাচাই করেছেন। আর্থিক সুবিধার কারণে দরিদ্র জনগন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচনে সহযোগিতা করেছে। তাই বলা হয়-

> The prevailing socio-economic realities of rural Bangladesh allowed a small minority to decide disproportionately the course of events in election. By virtue of their control over the means of subsistence of the poor majority they organized the latter into an asymmetrical patron client relationship. This also allowed them to exercise tremendous influence over the political choice of their clients during election (Ahmed; Government Politics and Village Reform in Bangladesh: A Note on Alternative Approaches, International Review of Administrative Science, Vol. 55, PP. 493-516).

নির্বাচন প্রক্রিয়ায় জনগনের অংশগ্রহণ হতাশাব্যঞ্জক হবার ক্ষেত্রে অপর একটি কারণ হলো সন্ত্রাস। আশির দশকের নির্বাচনে সন্ত্রাসী তৎপরতা ব্যাপক ছিল। নব্বইয়ের দশকে পূর্ব অপেক্ষা কম হলেও সন্ত্রাস অব্যাহত ছিল। সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী ২৬৬টি নির্বাচনী কেন্দ্রে সন্ত্রাস হয়। ভোট গ্রহনের দিনে নির্বাচন প্রার্থী এবং সমর্থকদের মাঝে সংঘর্ষ হয়। এর ফলে ভোটারগন বিশেষ করে নারী ভোটারগণ ভোট দানে বিরত থাকেন। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বিরাজমান অ-ব্যবস্থা (কারচুপি জাল ভোট, অস্ত্র ও হুমকীর মাধ্যমে ভোট গ্রহণ প্রভৃতি) উপজেলা ব্যবস্থার মাধ্যমে হ্রাস না পেয়ে ববং বৃদ্ধি পেয়েছিল। কাজেই উপজেলা ব্যবস্থার অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, স্থানীয় পর্যায়ে ক্ষমতা ও

Dhaka University Institutional Repository

কর্তৃত্বের বিকেন্দ্রীকরণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেনি।

নির্বাচনে জনগনের অংশগ্রহন ব্যাপক ও যথাযথ না হওয়ার কারণে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান জনগনের সত্যিকার প্রতিনিধি হিসেবে বিবেচ্য নন। ফলে তিনি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সাথে একাত্ম হয়ে জনগণের কাছে তার কাজের জন্য জবাবদিহি করবেন এমন প্রত্যাশা করা যায় না।

Rondinelli, Cheema, Uphoff, Esman, Maddick, Bryant, White প্রমুখ তাত্ত্বিকগণ বিকেন্দ্রীকরণ জনগণের অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করে বলে মনে করেন। বিশ্বব্যাংক এক রিপোর্টে গ্রামীন উন্নয়নের জন্য বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার উপর গুরুত্বারোপ করেছে। বিশ্ব ব্যাংকের মতে গ্রামীন উন্নয়নে সংজ্ঞা হলো-

> Rural development is a strategy designed to improve the economic and social life of a specific group of people. It involves extending the benefits of development to the poorest among those who seek a livelihood in the rural areas. The group includes small scale farmer, tenants and landless (World bank 1975).

কিন্তু বাস্তবতা হলো বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমেও ক্ষমতা সামরিক-বেসরকারী আমলা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, ভূ-স্বামী, ধনী কৃষক এবং শিল্পপতির হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে। জনগনের অংশগ্রহনকে গুরুত্ব না দিয়ে উপজেলা ব্যবস্থা আমলাতন্ত্রকে সুদৃঢ় করেছিল। Wood G.D. একে সমালোচনা করে বলেন-

> The state is involved in the process of accumulation and re-production by directly or indirectly supporting authority relations in the labor process and dealing with related struggles and conflicts.

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে আমলারা রাষ্ট্রের উপর কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করে। গণতন্ত্রের সাথে জনগনের অংশগ্রহণ এবং জবাবদিহিতার ব্যবস্থা সম্পৃক্ত। কিন্তু আমলারা কারও কাছে তাদের কাজের জন্য জবাবদিহি করে না। আমলাগণ খুব সহজে ব্যক্তি স্বার্থে ক্ষমতার অপব্যবহার করে। স্থানীয় আমলাগণ কেন্দ্রীয় সরকারের আমলাদের কাছে দায়বদ্ধ থাকে এবং কেন্দ্রের প্রতিনিধিত্ব করে। সাধারণ জনগণের কাছে কোন রূপ দায়বদ্ধতা এদের থাকে না।

প্রকৃতপক্ষে, বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ায় সাধারণ জনগণের বিশেষ কোন ভূমিকা নেই। প্রতিনিধি নির্বাচন, সম্পদ বরাদ্দ ও বন্টনে সাধারণ জনগণের কোন নিয়ন্ত্রণ না থাকার কারণে তাদের পক্ষে, সম্পদের তত্ত্বাবধান করা সম্ভব নয়। সরকারী আমলারাই প্রকৃত পক্ষে, জনগণের পরিচালকরূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। উপজেলা ব্যবস্থায় তাদের কোন দায়িত্বশীলতা ছিলনা। সরকারী আমলাদের আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির কোন পরিবর্তন এই ব্যবস্থায় আনতে সক্ষম হয়নি। উপজেলা ব্যবস্থা কোনভাবে জনগনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারেনি। এ প্রসঙ্গে Saxena বলেন,

> People's participation in various tasks of development has been woefully lacking. The absence of measures to decentralize decision-making limits participation to peripheral self-help projects. Without going into the role of power elites and the related political processes, it can be stated that participation in decision –making as well as its extension to the grassroots level has a strong administrative interface (Saxena; Administration Reforms for Decentralized Development; 1980; PP 8-9).

Peter Oakley, Uma lele, Hyden Smith প্রমুখ তাত্ত্বিকগণ বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে এই মতবাদ প্রকাশ করেছেন। তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রের বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে তাত্ত্বিকগণ হতাশা প্রকাশ করেন এবং বলেন বিকেন্দ্রীকরণ তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রে রাজনৈতিক বৈধতা আনয়নের

Dhaka University Institutional Repository

হাতিয়ার- এতে জনগণের ক্ষমতায়ন বা অংশগ্রহনকে উৎসাহিত করার উদ্যোগ নেই। তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা হতে Peter Oakley বলেন-

> Current practice suggests that undoubtedly in many rural development project participation stronger in rhetoric than in practical reality (Oakley P. et.al., Projects with People: The Practice of Participation in Rural Development, Geneva; ILO 1991 Pg 15).

Oakley-র এই উক্তি বাংলাদেশে বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ায় উপজেলা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সত্য।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

উপজেলা ব্যবস্থার পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি

বাংলাদেশের ইতিহাসে দেখা যায় প্রতিটি সরকার বদলের সাথে সাথে স্থানীয় সরকার পদ্ধতির রদ-বদল হয়েছে। এক্ষেত্রে উদ্দেশ্য প্রায় একই থাকে। স্থানীয় সরকারের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরনের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করনের মাধ্যমে উন্নয়ন তরান্বিত করা। উপজেলা ব্যবস্থার মাধ্যমেও সরকার উক্ত উদ্দেশ্য সাধনে সচেষ্ট থাকার অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়। প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণের ক্ষেত্রে উপজেলা ব্যবস্থায় তাত্বিক ও বাস্তব প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে এর পক্ষে বিপক্ষে যুক্তি স্থাপন করা যেতে পারে।

উপজেলার পক্ষে যুক্তি

উপজেলার পক্ষে যুক্তির ক্ষেত্রে আমরা দুটোপর্যায় র্নিধারণ করে আলোচনা করতে পারি (এক) প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরন (দুই) পল্লী উন্নয়ন সংস্কার। মুলতঃ দুটি পর্যায়ের পৃথকীকরন সম্ভব নয়। কেবলমাত্র আলোচনার সুবিধার্থে এই বিভক্তিকরন করা হয়েছে।

১) প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরন

ক) জনপ্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরঃ উপজেলা ব্যবস্থা স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সর্বপ্রথম জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা ঘোষণা

Dhaka University Institutional Repository

করে। এর পূর্বে থানা পর্যায়ে এ ধরণের প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা ছিল না। Quazi Azhar Ali তাঁর "Decentralization in Bangladesh" গ্রন্থে বলেন-

> The main difference between the thana council system and upazila system was the provision for an elected chairman. With an elected chairman, the lowest tier of government administration was made more democratic. He was expected to be more responsive to the changing needs of the society. The people got control over the local administration through their representative (pg-209).

নির্বাচন প্রক্রিয়া জনগণের সর্বাত্মক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে। যেহেতু নির্বাচন প্রক্রিয়া গণতন্ত্রের প্রধান শর্ত হিসেবে বিবেচিত; তাই উপজেলা ব্যবস্থা গণতন্ত্রের ক্ষেত্রকে প্রসারিত ও সুদৃঢ় করে। তাত্ত্বিকভাবে উপজেলা চেয়ারম্যান জনগণের প্রতিনিধিত্ব করেন। উপজেলা পর্যায়ে যে কোন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জনগণের বৃহত্তর স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়া হয়। জনপ্রতিনিধির মাধ্যমে গৃহীত সিদ্ধান্তে প্রাধান্য বিস্তার করার ক্ষমতা জনগণের রয়েছে। এই ব্যবস্থা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে। এছাড়া নির্বাচন ব্যবস্থার মাধ্যমে উপজেলা ব্যবস্থা গ্রাম পর্যায়ে নতুন নেতৃত্বের বিকাশ সাধন করে স্থানীয়ভাবে নতুন একটা পুঁজিবাদী গোষ্ঠীর জন্ম দেয়। পূর্বে যারা রাজধানীভিত্তিক নেতৃত্বের চাপে কোনঠাশা হয়েছিল উপজেলা ব্যবস্থার ফলে তারা স্থানীয় রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে এবং স্থানীয় রাজনীতির মধ্যমণি হিসেবে বিবেচিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

(খ) ক্ষমতা ও কার্যাবলীর ব্যাপকতা এবং করারোপ প্রক্রিয়া

উপজেলা পরিষদকে ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান করা হয়। উপজেলার কার্যতালিকায় যে সব নতুন বিষয় সংযোজিত হয়েছিল তা হলো- কৃষি, মৎস্য, শিক্ষা, পল্লীপূর্ত, সামাজিক সাংস্কৃতিক ও কর্ম সংস্থান বৃদ্ধি কার্যক্রম উন্নয়ন মজুরী বৃদ্ধি করার ফলে পরিষদকে সরকার নিয়ন্ত্রণাধীন বিষয় ব্যতীত সবধরণের উপজেলা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করার ক্ষমতা দেয়া হয়।

উপরোক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য সরকারী সহযোগিতার পাশাপাশি উপজেলা ব্যবস্থায় সর্বপ্রথম স্থানীয় পর্যায়ে করারোপের ক্ষমতা দেয়া হয়। স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশের (৮৩) ৪২ নং ধারায় বর্ণিত আছে যে, পরিষদ তৃতীয় তফশিলে বর্ণিত সকল ধরণের বা যে কোন ধরনের কর, রেট, টোল ও ফি নির্ধারিত নিয়মে সরকারের পূর্ব অনুমতি সাপেক্ষে ধার্য করতে পারবে। তৃতীয় তফশিলে পেশা, বাতি, বিনোদন কর, লাইসেন্স, পারমিট ও চিত্তবিনোদন ফি, হাট-বাজার, জলমহল, ইজারা ইত্যাদিসহ রাজস্ব আয়ের আটটি উৎসের বর্ণনা আছে।

(গ) আইন-শৃঙ্খলা ও বিচার ব্যবস্থার পূর্ন বিন্যাস

রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে নাগরিক নিরাপত্তা রক্ষা করা সরকারের একটি অন্যতম অপরিহার্য দায়িত্ব। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ায় উপজেলা সৃষ্টি আইন-শৃঙ্খলার সমস্যা মোকাবেলা করার একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। উপজেলা সীমানায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য সরকার বেশ কিছু দায়-দায়িত্ব নিম্নোল্লেখিত কর্মকর্তাদের উপর অর্পণ করেছেন। যেমন-

১। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা

২। সরকারী কমিশনার

Dhaka University Institutional Repository

৩। ম্যাজিস্ট্রেট

৪। মুন্সেফ

৫। পুলিশ; এবং

৬। ভি. ডি. পি ও আনসার কর্মকর্তা।

যদিও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সরাসরিভাবে মামলা ও কোর্ট পরিদর্শন সংক্রান্ত বিষয়াদির সংগে সম্পর্কিত নন তবুও উপজেলার সমস্ত প্রশাসনিক কাজকর্মের উপর তত্ত্বাবধান করা তার দায়িত্বের অর্ন্তগত। তবে উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অনুপস্থিতিতে বা অন্য কোন কারণে যদি তিনি তার দায়িত্ব চালিয়ে যেতে অপারগ হন, তাহলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা 'সি. আর. পি.সি'র ১৪৪ ধারার অধীনে আদালতে মামলার বিচার যোগ্যতা, জামিন সংক্রান্ত শুনানী ও মূলতবী ঘোষণা ইত্যাদি কার্যাবলী সম্পাদন করতে পারেন অথবা তিনি সহকারী কমিশনারের ক্ষমতার আওতায় মামলার বিচার করতে পারবেন। যে সমস্ত মামলা কমিশনারের প্রাপ্ত ক্ষমতার আওতা বর্হিভূত তা তিনি করতে পারবেন না। সরকার ২২-১০-১৯৮২ তারিখের এক ব্যাখ্যায় উপজেলা পর্যায়ে সরকারী কার্যাবলীর বিষয়সমূহ দু'টি ভাগে ভাগ করেছেনঃ-

১। হস্তান্তরিত বিষয়সমূহ

২। সংরক্ষিত বিষয়সমূহ।

উপজেলা ব্যবস্থার বিচার কাজকে জনগণের দোরগোড়ায় নেয়ার জন্য বিচার ব্যবস্থার সংস্কার করা হয়। ফলে, গ্রামের বিচার প্রার্থী শোষিত জনগণের দূর্দশা হ্রাস হয়। মামলার দ্রুত নিস্পত্তি, দরিদ্র জনগণের অধিকারের মাত্রা সম্প্রসারণ, গ্রামাঞ্চল হতে শহরে মেধা পাচার রোধ, উপজেলায় পরিবেশ উন্নতকরণ, সুষ্ঠ বিচার এবং রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি-র লক্ষ্যে এই সংস্কার করা হয়। বিকেন্দ্রীকরনের একটি মৌল বিষয় হল দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সহায়তা প্রদান করা। উপজেলা ব্যবস্থা বিচারের সুবিধা প্রদান করে বঞ্চিত জনগণের চাহিদা

Dhaka University Institutional Repository

পুরণের নিশ্চয়তা প্রদান করে। বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৪(১) অনুচ্ছেদে বাংলাদেশে একটি সুপ্রীমকোর্ট স্থাপনের কথা উল্লেখ রয়েছে। ১৯৮২ সালে সামরিক আদেশ ১১- এর মাধ্যমে হাইকোর্টের চারটি স্থায়ী বেঞ্চ (রংপুর, যশোর, কুমিল্লা এবং ঢাকায়) প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তীতে বরিশাল সিলেট ও চট্টগ্রামে আরো তিনটি বেঞ্চ কোর্ট স্থাপন করা হয়। ১৯৮৪ সনের মধ্যে ৬৪টি জেলায় পূনর্বিন্যাসের মাধ্যমে তৎকালীন সরকার ৪৬০ টি উপজেলায় সুবিচার প্রতিষ্ঠায় এক ঐকান্তিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করে।

২। পল্লী উন্নয়ন

উপজেলা সৃষ্টি হওয়ার পর পল্লী উন্নয়নের জন্য ব্যাপক ভিত্তিক উন্নয়ন কর্মকান্ডের সূচনা করা হয়। এতে প্রকার ও সংখ্যার দিক হতে পূর্বতম থানা পরিষদের বাস্তবায়িত উন্নয়ন কর্মসূচীকে অতিক্রম করেছিল। বাংলাদেশ গ্রাম প্রধান রাষ্ট্র। তাই গ্রামের উন্নয়ন সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রেরই উন্নয়ন। উপজেলা পর্যায়ে পল্লীপূর্ত খাতে কোন বরাদ্দ ছিল না। তবে অবকাঠামো নির্মাণ কর্মসূচী হিসেবে পল্লীপূর্ত ও কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী বর্ণনা করা হয়। উপজেলা পর্যায়ে পল্লীপূর্ত কর্মসূচী হিসেবে যে সব কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় তা হলো-

ক) রাস্তাঘাট ও কালভার্ট নির্মাণ;

খ) সেচ, খাল, পয়ঃনিষ্কাশন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং বাঁধ, তৎসহ প্রয়োজনীয় কাঠামো তৈরী;

গ) হাজামজা পুকুর সংস্কার;

ঘ) সেচ কর্মশালা ও গুদাম নির্মাণ;

ঙ) ইউনিয়ন পরিষদ অফিস ও কম্যুউনিটি সেন্টার নির্মাণ;

Dhaka University Institutional Repository

উপজেলায় কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর প্রকল্প বাস্তবায়নের তদারকির দায়িত্ব থাকবে একটি কমিটির উপর। এই কমিটি কেয়ার বাংলাদেশ, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী ফিল্ড কর্মকর্তা ও সরকারী কর্মকর্তাদের পরিদর্শন রিপোর্ট এবং এ সকল রিপোর্টের উপর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাবলী পর্যালোচনা করবে এবং প্রয়োজনবোধে যথোচিত পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করবে।

সারণী-৭
উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি

১।	চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ	-	সভাপতি
২।	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	-	সহ-সভাপতি
৩।	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	-	সদস্য সচিব
৪।	উপজেলা প্রকৌশলী	-	সদস্য
৫।	উপজেলা সমাজকল্যাণ কর্মকর্তা	-	সদস্য
৬।	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	-	সদস্য
৭।	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	-	সদস্য
৮।	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	-	সদস্য
৯।	উপজেলা পল্লীউন্নয়ন কর্মকর্তা	-	সদস্য
১০।	উপজেলা জনসংযোগ কর্মকর্তা	-	সদস্য
১১।	সকল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান	-	সদস্য
১২।	উপজেলা খাদ্য পরিদর্শন কর্মকর্তা	-	সদস্য

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-৮ খাদ্যের বিনিময়ে কর্মসূচীর উন্নয়ন তালিকা (১৯৭৪/৭৫-১৯৮৯/৯০)		
সন	গমের ব্যবহার (০০০ মে.টন)	কর্মসংস্থান সৃষ্টি (মিলিয়ন/দিন প্রতি)
১৯৭৪/৭৫	৩২	৮.৬
১৯৭৫/৭৬	২০৯	৫৬.০
১৯৭৬/৭৭	২২৮	৬০.০
১৯৭৭/৭৮	২৭৫	৪.০
১৯৭৮/৭৯	২৩০	৬২.০
১৯৭৯/৮০	২২৭	৬১.০
১৯৮০/৮১	৩৫৮	৯৬.০
১৯৮১/৮২	২৮৮	৭৭.০
১৯৮২/৮৩	৩৭৯	১০০.০
১৯৮৩/৮৪	৪০০	১০৭.০
১৯৮৪/৮৫	৩৩০	৮৮.৬
১৯৮৫/৮৬	৩১৮	৮৫.০
১৯৮৬/৮৭	৩৫৯	৯৬.০
১৯৮৭/৮৮	৪২৯	১১৫.০
১৯৮৮/৮৯	৪৪৮	১২০.০
১৯৮৯/৯০	৩৭৯	১০০.০০

(Source: Compliad form GOB (1983/84) and data obtained from the Directorate of Relief and Rehabilitation.)

Dhaka University Institutional Repository

কৃষিঃ

কৃষি প্রধান বাংলাদেশের শতকরা আশিভাগ লোক প্রত্যক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। মানুষের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন খাদ্য, পোষাক ও বাসগৃহ। অথচ ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ, খরা, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত বন্যা প্রভৃতি কারণে বাংলাদেশ বর্তমানে খাদ্য ঘাটতি এলাকায় পরিণত হয়েছে। অনেকের মতে, যথাযথভাবে কৃষিকে গুরুত্ব না দেয়ার কারণে শহর ও গ্রামের মধ্যকার ব্যবধান বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃষি কেন্দ্রিক গ্রামগুলোতে দারিদ্র্য, রোগব্যাধি, অনাহার প্রভৃতি মানুষের নিত্য সহচর। আধুনিককালে উন্নয়নের একটি অন্যতম প্রধান শর্ত হচ্ছে রাষ্ট্রের সর্বত্র সুষম বন্টন নিশ্চিত করা। কাজেই পল্লী উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য উপজেলা ব্যবস্থায় কৃষি ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যাসমূহ দূরীভূত করার প্রয়াস সৃষ্টি করেছিল। কৃষিক্ষেত্রে খাদ্যশস্য এবং অর্থকরী শষ্য উভয়-ই প্রাধান্য পেয়েছে।

বাংলাদেশের উৎপন্ন শস্যের মধ্যে ধান প্রধান। শতকরা ৯৯ জন লোকের প্রধান খাদ্য ভাত। শতকরা ৭৫ ভাগ আবাদী জমিতে ধানের চাষ হয়। ধান চাষের ক্ষেত্রে বীজের ব্যবহার, বীজতলা ও জমি নির্বাচন, উন্নত সার ব্যবহার, সর্বোপরি ধানের রোগ ও পোকাদমনের উপযুক্ত ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে কৃষকদের সচেতন করার দায়িত্ব উপজেলা পরিষদ হাতে নেয়। এছাড়া গম, আলু, আখ, শাক্‌সবজি ও ফল চাষের ক্ষেত্রেও জমির ধরণ, সেচের পদ্ধতি, পোকামাকড় দমন, সার প্রয়োগ প্রভৃতি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ও প্রায়োগিক তথ্য দেয়। বাংলাদেশের অর্থকরী ফসল গুলোর মধ্যে পাট, চা, তুলা, তামাক, রেশম, রাবার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

পাট বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল। পৃথিবীর শতকরা ৬০ ভাগ পাট বাংলাদেশে উৎপন্ন হয়। এর মাধ্যমে দেশের শতকরা ৬৬ ভাগ বৈদেশিক মুদ্রা

Dhaka University Institutional Repository

অর্জিত হয়। কমিটি পাট উৎপাদনের জন্য কি ধরণের আবহাওয়া প্রয়োজন, কিভাবে জমি তৈরী করা প্রয়োজন, সার প্রয়োগ ও বীজ বপন কিভাবে করা হবে প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে তথ্য দান করে এবং পোকার আক্রমন রোধে বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দান করে ও সংশ্লিষ্ট কর্তা ব্যক্তিদের মাধ্যমে সহায়তা ব্যবস্থা করে।

বাংলাদেশের আবহাওয়া তুলা চাষের জন্য বেশ উপযোগী। কিন্তু চাষের পদ্ধতি খুব সেকেলে তাই ফলন কম হয়। এক্ষেত্রে কৃষি বিভাগ কয়েকটি ভাল জাতের তুলা চাষের জন্য বাছাই করে একটি তালিকা প্রনয়ন করেছে। এছাড়া তুলা চাষ বৃদ্ধির জন্য জমির ব্যবহার, সার প্রয়োগ প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান থাকতে হয়। তুলা চাষের জন্য সেচের তেমন প্রয়োজন হয় না। এ সকল বিষয়ে কৃষকদের সচেতন করা এবং তাদের চাষ পদ্ধতির উপর নজর রাখার ব্যবস্থা করা হয় উপজেলা পর্যায়ে।

চা বাংলাদেশের দ্বিতীয় অর্থকরী ফসল। আন্তর্জাতিক বাজারে অপ্রতিদ্বন্দ্বী সস্তা ও সুপেয় পানীয় হিসেবে চা বিবেচিত। বর্তমানে ৪৪৫.১৬ বর্গ কিঃ মিঃ জমিতে চা চাষ হয়। চা চাষের নির্দিষ্ট সময় এবং নির্দিষ্ট আবহাওয়ার প্রয়োজন। ফলে সেদিকে লক্ষ্য রেখে চা এর উৎপাদন বাড়ানো চেষ্টা করে উপজেলা পরিষদ। এছাড়া তামাক, রেশম, রাবার প্রভৃতি চাষের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। কৃষির উৎকর্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উপজেলা ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা হয়।

নদীমাতৃক বাংলাদেশে খাদ্য হিসেবে মাছের ব্যবহার অতি প্রাচীনকাল থেকে। লবনাক্ত ও মিঠা পানি-এ মানদন্ডের উপর ভিত্তি করে মৎস্য সম্পদকে মূলতঃ দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। আধুনিক উপায়ে মাছ চাষের জন্য পুকুরকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয়। (১) রেণু মাছের পুকুর (২) নলা মাছের পুকুর, এবং

Dhaka University Institutional Repository

(৩) বড় মাছের পুকুর। মাছের প্রতি প্রয়োজনীয় যত্ন এবং সজাগ দৃষ্টি মাছ চাষের সাফল্য লাভের মূল চাবিকাঠি। তাই উপজেলা পর্যায়ে মাছের যত্ন পদ্ধতি বিভিন্ন বিষয়ের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। গবাদি পশু ও হাঁস মুরগী পালনের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বারোপ করে খামার তৈরীতে উৎসাহী করা হয়। গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগীর খাদ্য, রোগের প্রতিকার, চিকিৎসা, কৃত্রিম প্রজনন প্রভৃতি বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করে সার্বিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে।

বন উন্নয়ন কার্যক্রমের উপর সরকার অত্যাধিক গুরুত্বারোপ করেছে। বনজ সম্পদ উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে পরিকল্পনা গ্রহণ ও কার্যকরী করার জন্য পদক্ষেপও নেয়া হয়েছিল। বন প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে জান-মাল ও ক্ষেতের ফসল রক্ষা করে। উপজেলা পর্যায়ে তাই কোথায় কি গাছের চারা লাগানো উচিত এবং চারা লাগানোর পর কিভাবে সেগুলোর পরিচর্চা করা হবে সে সম্পর্কে নির্দেশ দান করে।

জনগণের স্বাস্থ্য

গ্রামাঞ্চলে বিশুদ্ধ পানির অভাব, সুষম খাদ্য সম্পর্কে অজ্ঞতা, অপরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি কারণে বিভিন্ন সংক্রামক ব্যাধিতে লোকজন আক্রান্ত হয়। উপজেলা ব্যবস্থায় জনগণকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়। ফলে তাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সচেতন করে রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা এবং চিকিৎসা করা হয়। খাদ্য ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ খাদ্য নির্বাচন, খাদ্য প্রস্তুত এবং খাদ্য পরিবেশন সম্পর্কে জ্ঞান দান করা হয়। পানি ফুটিয়ে পান করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সংক্রামক ব্যাধি ছাড়াও মানুষ হঠাৎ বিপদে পড়তে পারে। যেমন- পড়ে গিয়ে হাত-পা ভাঙ্গা, আগুনে পোড়া, পানিতে ডোবা, সাপে কাটা, তড়িতাহত হওয়া প্রভৃতি এ জাতীয় বিপদে ডাক্তারের জন্য অপেক্ষা না করে তাৎক্ষণিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিৎ। তাই উপজেলা পর্যায়ে প্রত্যেককে প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে জ্ঞান দান করা হয়।

স্বাস্থ্য কর্মশক্তি বাড়ায়। পল্লী এলাকায় স্বাস্থ্যের অবনতির একটি প্রধান কারণ কাঁচা পায়খানা। ফলে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল দপ্তর উপজেলার মাধ্যমে সেনিটারী পায়খানা তৈরী করতে পারে।

খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কারণে জনগণ স্বাস্থ্যহীনতায় ভোগে। পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পে জনগণকে খাদ্যের পুষ্টিগুণ, খাদ্যের বিভিন্ন উপাদান এবং বিভিন্ন খাদ্যে ক্যালরির পরিমাণ সম্পর্কে সচেতন করে তোলা হয়। একজন পূর্ণ বয়স্ক মহিলার দৈনিক খাদ্যমূল্য ২৫০০ থেকে ৩০০০ ক্যালরি হওয়া দরকার। নীচে একজন পূর্ণবয়স্ক বাঙ্গালীর খাদ্য তালিকার নমুনা দেয়া হলো। এ ধরণের তালিকা প্রদান করে উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলো জনগণকে সচেতন করে এবং পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণে উৎসাহিত করে পুষ্টিহীনতা হতে রক্ষার চেষ্টা করে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-৯ দৈনিক খাদ্য তালিকা	
খাদ্য	ক্যালরির পরিমাণ
চাউল বা আটা	৫০০ গ্রাম
শাক্‌সবজি	১৭৫ গ্রাম
আলু	১১৬.৬০ গ্রাম
মাছ অথবা মাংস	১১৬.৬০
তৈল, ঘি, মাখন, দুধ	৫৮.৩০ গ্রাম
ফল	৫৮.৩০ গ্রাম

পূর্বে গ্রামীন স্বাস্থ্যের জন্য থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠার উল্লেখ থাকলেও সীমিত পর্যায়ে তা কার্যকর ছিল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রতিটি উপজেলায় ৩১ শয্যা বিশিষ্ট স্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়। ফলে ১৯৯০ সালের মধ্যে মোট ৩৫১ টি উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র কার্যকরী করা হয়।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রন

বাংলাদেশে আয়তনের অনুপাতে লোকসংখ্যা বেশী। পৃথিবীর অষ্টম বৃহত্তম জনবহুল রাষ্ট্র বাংলাদেশ। জন বসতির ঘনত্ব প্রতি বঃকিঃ মিটারে ৬৮১জন। জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত কারনে অন্যান্য বহুবিধ সমস্যা দেখা দেয়।জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই হার দেশে মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি করবে। সম্পদের অপ্রতুলতার কারণেও মৌলিক চাহিদা সংকটের কারণে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদকে এলাকায় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী বাস্তবায়নে সক্রিয় ভূমিকা পালনে কার্যকরী করা হয়। প্রতি বছর জন্ম নিয়ন্ত্রণ গ্রহণকারীর হিসাব-নিকাশ, জন্মবৃদ্ধির হার প্রভৃতি জরিপের মাধ্যমে হিসাব রাখার ব্যবস্থা করা হয়। উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের সাথে সমান গুরুত্ব দিয়ে পরিবার পরিকল্পনার কাজকে একটা অবশ্য পালনীয় কাজ হিসেবে গণ্য করা হয়।

শিক্ষা

শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড, শিক্ষাই শক্তি, শিক্ষাই উন্নতি এবং শিক্ষাই মুক্তি। শিক্ষা সম্পর্কে উক্তিগুলি উন্নত ও সভ্যদেশ থেকে গ্রহণ করে বাংলাদেশ শ্লোগান সর্বস্ব বুলি হিসেবে গ্রহণ করেছে। জাতীয় জীবনে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধনসহ পল্লী অঞ্চলের উন্নয়ন কার্যক্রমের সাফল্যের নিমিত্তে শিক্ষাকে অত্যন্ত কার্যকরী ও ফলপ্রসূ হাতিয়ার হিসেবে চিহ্নিত করে উপজেলা পর্যায়ে কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া হয়।

কুটির শিল্প

যেহেতু বৃহদায়তন শিল্প স্থাপন পল্লী এলাকার জন্য সর্বত্র অনুকূল নয় সেহেতু উপজেলা পর্যায়ে শিল্প বলতে প্রধানতঃ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকেই বুঝায়। উপজেলা পর্যায়ে তাই ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বিকাশের ব্যবস্থা রাখা হয়।

সরকার কার্যকরভাবে পল্লীউন্নয়নের লক্ষ্যে থানাগুলিকে উন্নত করে উপজেলা পরিষদ গঠন করেছিল। পল্লী উন্নয়নের ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা এ পরিষদের দায়িত্ব। পরিকল্পনা নির্দেশমালায় উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের জন্য

Dhaka University Institutional Repository

যে পাঁচটি বিষয় চিহ্নিত করা হয়েছে তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে কৃষি, সেচ ও শিল্পখাত। এখাতে মোট উন্নয়ন বরাদ্দের শতকরা ২৫-৩৫ ভাগ ব্যয় করার নির্দেশ রয়েছে। কাজেই দেখা যায় উপজেলা কার্যক্রমে কৃষি ও শিল্প বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। কাজেই দেখা যায় উপজেলা পরিষদের জন্য পল্লী উন্নয়নের লক্ষ্যে উপরোক্ত সুবিধা থাকা সত্ত্বেও উপজেলা ব্যবস্থা কাঙ্খিত উদ্দেশ্য সাধনের ব্যর্থ হয়েছে। এর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অসংখ্য ত্রুটি ছিল যা সামগ্রিকভাবে উপজেলা ব্যবস্থাকে অ-সমর্থনযোগ্য করে তোলে।

উপজেলা ব্যবস্থার বিপক্ষে যুক্তি

বিভিন্ন গবেষণামূলক লেখার মাধ্যমে উপজেলা ব্যবস্থার ত্রুটিগুলো চিহ্নিত হয়েছে। সে সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে।

১। উপজেলা ব্যবস্থায় জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়নিঃ

উপজেলা ব্যবস্থার মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে জনগণের ভোটের মাধ্যমে নিরপেক্ষ প্রতিনিধি নির্বাচন করে ক্ষমতা অর্পন করা হবে এবং স্থানীয় পর্যায়ে জনকল্যাণ নিশ্চিত করা হবে বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার উপজেলা সৃষ্টির প্রথম শর্ত-ই ছিল এটা। কিন্তু বাস্তবে দূর্নীতি, নির্বাচনী সন্ত্রাস প্রভৃতি কারণে প্রতিনিধি নির্বাচনে নিরপেক্ষতা রক্ষা করা হয়নি ফলে জনকল্যাণ সাধিত হয়নি। প্রভাবশালীগণ নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণে তৎপর ছিলেন। ১৯৮৫ সালে ১৩ অক্টোবর, BIISS-এ অনুষ্ঠিত "বাংলাদেশে জাতিগঠন প্রেক্ষিত এবং প্রত্যাশা" শীর্ষক সেমিনারে ডঃ আতিউর বলেন, "জাতি গঠনের জন্য গঠিত উপজেলায় গরীব কৃষককে উচ্ছেদ করে উৎপাদনশীল জমিতে বিরাট বিরাট দালান তৈরী হচ্ছে; এমনকি উপজেলা

Dhaka University Institutional Repository

সদরে আবাদি জমিতে। কর্মকর্তাদের জনকল্যাণের অভাবে জনগণের সার্বিক কল্যাণ ব্যাহত হয়"।

নূরে আলম সিদ্দীকী বলেন-

> The upazilla decentralization did not create opportunity for the poor and under privileged to assert their interests. The physical proximity of government did not help them to overcome problem of access to govern mental benefits and service (Decentralisation and Development; p. 248).

২। গ্রামীণ এলিটদের ক্ষমতা বৃদ্ধি

সামাজিক জীবনের একটি ব্যাপ্তিশীল দিক হচ্ছে ক্ষমতা বা শক্তি। ক্ষমতা হচ্ছে এক ধরনের সামর্থ যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি বা একটি দল বা একটি শ্রেণী অন্য একটি শ্রেণীর কাছ থেকে সম্পত্তি এবং আনুগত্য দাবি করে। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গ্রামীণ এলিটদের জন্ম দেয়। তৃতীয় বিশ্বে এই গ্রামীণ এলিটদের সাথে সরকারের একটি চমৎকার সম্পর্ক থাকে। ডঃ এমাজ উদ্দিন আহম্মেদ বলেন, "এলিটদের প্রভাব গ্রাম পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ উত্তম ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা। কিন্ত বর্তমানে এ ব্যবস্থা (উপজেলা ব্যবস্থা) সঠিক নয়। উপজেলা শাসনতান্ত্রিক নয় বরং শাসনযান্ত্রিক পদ্ধতি।" গ্রামীন এলিটদের মাঝে দলাদলি ও কোন্দল বিরাজমান থাকে। স্থানীয় প্রশাসন অনেকক্ষেত্রে উক্ত কোন্দলের সাথে জড়িত হয়ে পড়ে। ফলে সামাজিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন ব্যহত হয়। এ প্রসঙ্গে Hamza Alavi বলেন,

> Rival factions or faction leaders fight for control over resources, power & status as available within the existing framework of society rather than for changes in the social structure. (Wood G.D-The political process in Bangladesh, BARD 1978; P.34)

Dhaka University Institutional Repository

ডঃ আতিয়ার রহমান তাঁর একটি জরীপে উল্লেখ করেন, ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশের শতকরা ৬৩ ভাগ ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানদের গড় পড়তা জমির পরিমাণ ১৯ একর (বাংলাদেশ জাতিগঠন প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি শীর্ষক সেমিনারে উপস্থাপিত গবেষণাপত্র; ডঃ আতিয়ার রহমান; ১৯৮৫ BIISS) এই ইউনিয়ন চেয়ারম্যানরা কখনো উপজেলা চেয়ারম্যান পদে অথবা স্বীয় পদে বহাল থেকে গ্রামীণ উন্নয়নখাতে বরাদ্দ অর্থ ও সম্পদ আত্মসাৎ করে বিত্তশালী হয়। বিভিন্ন প্রকল্প ও পরিকল্পনা গ্রহণে উপজেলা ব্যবস্থা যেভাবে স্থানীয় এলিটদের প্রাধান্য দিয়েছে সে অভিজ্ঞতা থেকে Griffin এর উক্তির যথার্থতা প্রমাণিত হয়। তার মতে-

> It is conceivable, even likely in many countires that power at the local level is more concentrated, more elitist and applied more ruthlessly against the poor than at the centre. (Keith Griffin; Economic Development in Changing World; World development Vol. 1.19; No 3, 1981, P.221).

উপজেলা ব্যবস্থায় গ্রামীন এলিটদের প্রভাব প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা লক্ষ্য করে Blair-ও প্রায় একই মন্তব্য করেন। তার মতে-

> Local elites are aided and abetted in their desire to loot the public till by the central elites, whose primary goal vis-a vis the countryside is to secure and hold on to the allegiance of their counter at local level. Thus while some at higer level (Things are not monolithic there, after all) may well be genuinely motivated to promote meaningful development for the rural poor. The abiding interest of those on top is to help secure their own future by building patron-client linkage to village elites". (Blair ed. Can rural Development Be Financed from Below; Local Resource Mobilization in Bangladesh, UPL, 1989, P. 242).

Dhaka University Institutional Repository

নূরে আলম সিদ্দিকী এ প্রসঙ্গে বলেন, স্থানীয় পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে জনকল্যাণ সাধিত হয়েছে এমন নজীর বিরল। বিকেন্দ্রীকরণ প্রশাসন জবাবদিহি মূলক হবে, সরকারী কাজের দক্ষ ব্যবস্থাপনা হবে এরূপ প্রত্যাশা আমলাতান্ত্রিক সংস্কৃতি, ব্যাপক দূর্নীতি ও অনিয়মের কারণে হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে উপজেলা ব্যবস্থা দূর্নীতি, স্বজনপ্রীতি এবং অ-ব্যবস্থাপনার ব্যবস্থায় পরিনত হয়। (N.A. Siddique, Ibid, P. 244)।

অর্থনৈতিক স্বাধীনতাঃ

Tony Travers বলেন-

> "The funding of local government has long been believed to have important implication for local autonomy and democracy". (Quoted in Local Government in the 1990s ed. by J. Stewart and G. Stoker, Macmillan, 1995, pg.9)

তিনি বৃটেনের স্থানীয় সরকারের অর্থ সংক্রান্ত পর্যালোচনার ক্ষেত্রে একথা বলেছেন। মূলতঃ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন সম্ভব নয়। যে কোন পরিকল্পনা প্রনয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য অর্থের প্রয়োজন। স্থানীয় সমস্যা অনুধাবন এবং সমাধানের জন্য স্থানীয় সরকারের প্রয়োজনীয়তার কথা ভাবা হয়। কিন্ত যে সীমিত অর্থনৈতিক ক্ষমতা স্থানীয় সরকার, যেমন- উপজেলা, ভোগ করে তাতে উন্নয়নের মূল উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না। কাজেই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অধিক স্বায়ত্বশাসন দান করা প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

জনগনের অংশ গ্রহণ উপেক্ষিত হয়

সুষ্ঠ নিরপেক্ষ নির্বাচন অর্থাৎ জনগন স্বতঃস্ফুর্তভাবে ও নিরপেক্ষভাবে ভোটদান করে প্রতিনিধি নির্বাচন করবে। জনগনের অংশগ্রহণ তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোতে এ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। অথচ উপজেলা ব্যবস্থায় এই প্রতিনিধি নির্বাচনেও জনগনের অংশগ্রহন ছিল হতাশাজনক। যে কোন পরিকল্পনা ও প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে জনগনের মতামত উপেক্ষিত ছিল, এমনকি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কল্যানের কথা উক্ত বিষয়ে ভাবা হয়নি। উপজেলা ব্যবস্থা স্থানীয় পর্যায়ে জবাবদিহিতার ব্যবস্থা তৈরী করতে সমর্থ হয়নি। উপজেলা ব্যবস্থার অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, পরিকল্পনা ও প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এবং জনগনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণ অত্যাবশ্যকীয় কোন প্রক্রিয়া নয়। জনগণকে প্রশাসনের দোর গোড়ায় নিয়ে যাবার যে স্বপ্ন উপজেলা ব্যবস্থা দেখিয়ে ছিল তা বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। বস্তুতঃ স্থানীয় পর্যায়ে পূর্বের মতো উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া নীতি বলবৎ ছিল। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগনের কোন ভূমিকা ছিল না।

উপজেলা ব্যবস্থায় চেয়ারম্যান ও নির্বাহী অফিসারের নির্দিষ্ট ক্ষমতা ও কার্যাবলীর কথা উল্লেখ রয়েছে কিন্ত অন্যান্য সদস্যদের সম্পর্কে সু-স্পষ্টভাবে কিছু উল্লেখ নেই।

উপজেলা ব্যবস্থার তাত্ত্বিক ভিত্তি উপজেলার পক্ষে রায় দিলেও বাস্তব অভিজ্ঞতা উপজেলা ব্যবস্থার বিপক্ষে মতামতকে দৃঢ় করে। লোক প্রশাসন বিভাগের জারিনা রহমান খান বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শীর্ষক আলোচনায় ("সমাজ নিরক্ষণ নং ৬২ নভেম্বর ১৯৯৬ পৃঃ ৫৮) বলেন, "এরশাদ সরকার নির্বাচনে খোলাখুলি কারচুপি ও বিপুল অর্থের অপব্যবহারের মাধ্যমে এই পরিষদকে রাজনৈতিক হীন স্বার্থের জন্যে ব্যবহার করেছে। ফলে উপজেলা

Dhaka University Institutional Repository

পরিষদের একটি কার্যকর স্বায়ত্বশাসিত সংগঠনের পরিনত হওয়ার সম্ভাবনাকে ধ্বংস করা হয়েছে"। মোহাম্মদ মহব্বত খান "Process of Decentralization in Bangladesh" প্রবন্ধে উপজেলা ব্যবস্থার সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, স্থানীয় পর্যায়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে। তা হলো উপজেলা ব্যবস্থার অপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার; কেন্দ্রীয় আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ, উপজেলা ব্যবস্থা সম্পর্কে জাতীয় ঐক্যমতের অভাব এবং উপজেলা পর্যায়ে দূর্বল অর্থনৈতিক ভিত্তি। (Hasnat Abdul Hye ed. Decentralization Local Government Institutions and Resource Mobilization, 1985, BARD, P. 258) উপজেলা ব্যবস্থা ১৯৯১ সালে অবলুপ্তি ঘোষণা করা হয়। এই অবলুপ্তির পক্ষে দৈনিক সংবাদে বলা হয়; উপজেলা ব্যবস্থা একটি ব্যয় বহুল রাজনৈতিক পরীক্ষা নিরীক্ষা যা ব্যাপক দূর্নীতি এবং সরকারী সম্পদের অপব্যবহার করেছে। এর অবলুপ্তি সম্পর্কে তৎকালীন (৯১) নতুন সরকারের মতে অর্থ ও বাজেট প্রনয়নে দূর্নীতি, দারিদ্রের সম্পদ সংগ্রহ ও ব্যবস্থপনায় ও উন্নয়ন পরিকল্পনায় সীমাহীন অনিয়মত পরিলক্ষিত হয়। (সংবাদ, ২৪ জানুয়ারী, ১৯৯১)।

উপজেলা ব্যবস্থার সামগ্রিক আলোচনায় আমরা বলতে পারি, উপজেলা ব্যবস্থার অনিয়ম ও দূর্নীতির কারণে ব্যবস্থাটি টিকে থাকতে পারেনি। উপজেলা ব্যবস্থা সত্যিকার অর্থে বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য সফল করতে ব্যর্থ হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

সামগ্রিক মূল্যায়ন

বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। আধুনিক রাষ্ট্রের কাজের পরিধি ও জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে কেন্দ্রে অত্যাধিক কাজের চাপ পরিলক্ষিত হয়। কেন্দ্রে কাজের চাপ হ্রাস করার জন্য এবং রাষ্ট্রের কার্যক্রম সুষ্ঠু ও দক্ষতার সাথে সম্পাদনের জন্য বিকেন্দ্রীকরণ নীতি গ্রহণ করা হয়। 'বিকেন্দ্রীকরণ গণতন্ত্র বিকাশের একটি গরুত্বপূর্ন পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃত। বিকেন্দ্রীকরণের সাথে নৈকট্য, প্রাসঙ্গিকতা স্বায়ত্বশাসন এবং অংশগ্রহণের মতো কিছু ধনাত্মক মূল্যবোধ সংযুক্ত বলে সাধারণভাবে বিশ্বাস করা হয়। (সমাজ নিরীক্ষণ '৬৬' মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান ও নূরে আলম সিদ্দিকী; ১৯৯৭ পৃঃ ৫০)। আধুনিক রাষ্ট্র গ্রীক নগর রাষ্ট্রের মতো নয়। গ্রীক নগর রাষ্ট্রে গণতন্ত্র ছিল দৃঢ় কিন্তু ত্রুটিযুক্ত। 'গ্রীক গণতন্ত্রে উৎপাদকের অংশগ্রহণ ছিল না। সে ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত হচ্ছে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ। (আধুনিকতা ও উত্তর আধুনিকতার অভিজ্ঞতা-বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর ১৯৯৭ পৃঃ৮)।

বাংলাদেশে সুদীর্ঘ সাতাশ বছরে বিভিন্ন শ্রেণী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। যখন নতুন শ্রেণী ক্ষমতা দখল করে তখন তার বিশেষ একটি লক্ষ্য থাকে। সে লক্ষ্যে পৌছার জন্য তারা সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে সে উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করে। '(হারল্ড জে. লাস্কি - A Grammer of Politcs-এর ভূমিকা) বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকার স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা পরিবর্তন লগ্নে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় সরকার সুসংগঠনের মাধ্যমে

Dhaka University Institutional Repository

গণতন্ত্রায়ণের ক্ষেত্রে মৌখিক আশ্বাস দিয়েছে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে প্রণীত ব্যবস্থা স্থানীয় সরকারকে পুণঃকেন্দ্রীকরণ ও পুণঃআমলাতন্ত্রায়ণের দিকেই ঠেলে দিয়েছে। উচ্চ স্বরে গণতন্ত্রের বিকাশ, জনগণের অংশগ্রহণ ও উন্নয়নের কথা বলে কার্যতঃ প্রত্যেক শাসকগোষ্ঠী নিজের স্বার্থই হাসিল করার প্রয়াসে লিপ্ত থাকে। (সমাজ নিরীক্ষণ '৬২ জারিনা রহমান খান; ১৯৯৬ পৃঃ ৫৬)। গণতন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য রাজনৈতিক ক্ষমতাকে 'ন্যাসী' (Trust) ক্ষমতা রূপে গ্রহণ করা; প্রতাপ, বৈভব বা মর্যাদার মাধ্যম রূপে নয়। জনগন প্রদত্ত দায়িত্ব এবং অধিকারের সমষ্টি রাজনৈতিক ক্ষমতা (এমাজ উদ্দিন আহ্‌মেদ - বাংলাদেশ সমাজ সংস্কৃতি ও রাজনীতি, ১৯৯২ পৃঃ৬৪)। অর্থাৎ গণতন্ত্রের অর্থ হলো প্রতিনিধিত্ব, জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা। অপরদিকে, একটি রাষ্ট্র আধুনিক রাষ্ট্র হবে তখনই যখন এর নির্বাচন প্রক্রিয়া ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে এবং সেই সাথে জবাবদিহিতামূলক শাসন ব্যবস্থা প্রচলন করা সম্ভব হবে।

আলোচ্য গবেষণায় উপজীব্য বিষয় ছিল- 'প্রশাসন আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ায় বিকেন্দ্রীকরণের ভূমিকাঃ এরশাদ শাসনামল।' এক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় ছিল এরশাদ শাসনামলে বিকেন্দ্রীকরণ প্রশাসন অর্থাৎ উপজেলা ব্যবস্থা সত্যিকার অর্থে কতখানি বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থার বিকাশ ঘটিয়েছে এবং এর মাধ্যমে গণঅংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছিল কিনা অর্থাৎ উক্ত ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া কিনা।

প্রত্যেক রাষ্ট্রেই সরকার শাসন ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। শাসন ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে সরকারকে দু'টো বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয়। প্রথমতঃ জনসাধারণ যাতে তার প্রতি অনুগত থাকে এবং দ্বিতীয়তঃ শাসন ক্ষমতা এমনভাবে প্রয়োগ করতে হবে যাতে জনসাধারণের আনুগত্য কখনো হ্রাস না পায়। এক্ষেত্রে হবস্ এবং রুশো মত প্রকাশ করেন যাতে রাষ্ট্রের পৌরসভা বা

এ জাতীয় কোন প্রতিষ্ঠান গঠন করা না হয়। এই মন্তব্য থেকে বলা যেতে পারে, রাষ্ট্রের ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করা হলে (যদি তাতে শাসক গোষ্ঠী ক্ষমতার অপব্যবহার করে) জনগণের আনুগত্য হ্রাস পাবে।

বিভিন্ন সময়ে ক্ষমতা নিয়ে সংকট, সংশয় এবং অবিশ্বাস তৈরী হয়েছে। সাম্প্রতিককালে দুদিক থেকে এ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এর একটি দিক হচ্ছে বৈধতা। প্রশ্নের অন্য একটি দিক হচ্ছে ক্ষমতা পরিচালনা। বৈধতার ক্ষেত্রে কাজ করছে ক্ষমতা সম্বন্ধে গভীর সন্দেহের বোধ। পরিচালনার ক্ষেত্রে কাজ করছে ক্ষমতা প্রয়োজনীয়ভাবে দূর্নীতিমগ্ন এবং দূর্নীতিলিপ্ত (ডঃ বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর- আধুনিকতা ও জাতীয়তাবাদ ১৯৯৬, পৃঃ৩০) উপজেলা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ক্ষমতার তাত্ত্বিক বন্টন এবং কেন্দ্র কর্তৃক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ উপরোক্ত মন্তব্যের যথার্থতা প্রমাণ করে। আলোচ্য গবেষণায় উপজেলা ব্যবস্থার তাত্ত্বিক কাঠামোকে বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থা হিসেবে সমর্থনযোগ্য বলে ধরে নেয়া হয়েছে। তা সত্ত্বেও কার্যতঃ এর বিভিন্ন ত্রুটি, অবৈধভাবে ক্ষমতা চর্চা, অত্যাধিক কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ এবং আমলাতান্ত্রিক দূর্নীতি উপজেলা ব্যবস্থাকে সত্যিকারভাবে বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থা হিসেবে বিকশিত হতে দেয়নি।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগণকে সম্পৃক্ত করতে হলে নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচনকে প্রাধান্য দিতে হবে। সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে প্রতিনিধি নির্বাচিত না হলে যে কোন সিদ্ধান্তই জনগণের স্বার্থের পরিপন্থী হতে পারে। আলোচ্য উপজেলা ব্যবস্থায় লক্ষ্য করা যায় যে নির্বাচন জনগণকে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে না। ১৯৮২-৯০ সাল পর্যন্ত উপজেলা পর্যায়ে মাত্র দুটি ('৮৫ ও '৯০ সালে) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। দু'টো নির্বাচনেই নির্বাচনী সন্ত্রাস প্রকটভাবে দৃষ্ট হয়। ফলে স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যবহার করা হয়েছে কেন্দ্রীয় ক্ষমতা দখলকারীর স্থানীয় রাজনৈতিক ঘাঁটি হিসেবে। আবার এই প্রক্রিয়ার ফলে স্থানীয় সরকারকে প্রাতিষ্ঠানিক,

Dhaka University Institutional Repository

প্রশাসনিক ও আর্থিক দিক থেকে কেন্দ্রের অধীনস্থ করে রাখা হয়েছিল মূলতঃ স্থানীয় সরকারের নামে সামরিক শক্তি বলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল, বহুদলীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ করণ, গণমাধ্যমে সেন্সরশীপ আরোপ ইত্যাদির মাধ্যমে অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালানো হয়েছিল।

স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত সংবিধানের ৫৯ এবং ৬০ নং অনুচ্ছেদ ১৯৭৫-৯১ পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল। ফলে দীর্ঘ সময় স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বিশেষ অধ্যাদেশ এবং আইনের মাধ্যমে চালানো হয়েছে। স্থানীয় সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনার প্রায় সকল দিকই কেন্দ্রীয় সরকারের অথবা তার স্থানীয় প্রতিনিধির আওতায় পড়ে। স্থানীয় সরকারের আয়ের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। অধ্যাদেশ ও আইনসমূহ সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করে দিয়েছে আয়ের উৎস, কর আদায়ের ক্ষমতা, অনুদানের রূপরেখা ও ঋণ গ্রহণের প্রণালী। এসব ক্ষেত্রে কেন্দ্রের নির্দেশনা মেনে চলতে হবে স্থানীয় সরকারকে। অর্থাৎ স্থানীয় সরকার/উপজেলা ব্যবস্থার সর্বক্ষেত্রেই কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা ছিল। ফলে উপজেলা ব্যবস্থা স্বায়ত্ত্বশসন ভোগ করতে পারেনি।

আধুনিকতা ও গণতন্ত্রের সাথে জবাবদিহিতার বিষয়টি জড়িত। জবাবদিহিতা হলো এমন একটি বিষয় যা শাসকের উপর শাসিতের প্রভাবের কার্যকারিতা এবং নির্বাচিত ও মনোনীত সরকারী কর্মকর্তাদের কাজ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিভিন্ন কারণ ব্যাখ্যা করাকে বুঝায়। জবাবদিহিতার সাথে দায়িত্বশীলতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

জবাবদিহিতা সম্পর্কে Harry Truman বলেন,

> The ability to accept responsibility and shoulder it squarely without passing the buck when it falls into your realm regardless of wheather or not you could have controlled it .

Dhaka University Institutional Repository

উপজেলা ব্যবস্থায় নির্বাচন প্রক্রিয়া সুষ্ঠু ছিল না। ফলে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা তাদের স্বার্থের অনুকূলে যে কোন প্রকল্প ও পরিকল্পনা গ্রহণ ও সম্পাদন করত। এ ক্ষেত্রে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কথা ভাবা হতো না। জনগণের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব না করার জন্য এদের কোন জবাবদিহির ব্যবস্থা ছিল না। কেন্দ্র প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যপরিচালনার জন্য জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য ছিল না।

মূলতঃ উপজেলা ব্যবস্থা যে প্রত্যাশা নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে তত বাস্তবায়িত করতে পারেনি। বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থা এবং আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া হিসেবে উপজেলা ব্যবস্থা চরমভাবে ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। বিকেন্দ্রীকরণের মতো যে কোন বড় ধরণের পরিকল্পনার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক মতাদর্শটাই প্রধান ভূমিকা পালন করে। ১৯৯২ সালে উপজেলা পদ্ধতি বাতিল করে ইউনিয়নকে স্থানীয় সরকারের কেন্দ্রবিন্দু করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য মূখ্য ছিল। পরবর্তীকালে ১৯৯৬ সালে স্থানীয় শাসন ব্যবস্থাকে গণমুখী করার প্রয়াসে বর্তমান সরকার একটি স্থানীয় সরকার কমিশন গঠন করেছে। মতাদর্শের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন এবং জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ ও জনগণের অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করতে না পারলে সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে, যতই কমিশন গঠন করা হোক না কেন, প্রশাসনিক সংস্কারের ক্ষেত্রে গণমুখী, বাস্তবমুখী ও সময়োপযোগী পরিকল্পনা প্রণয়ন সম্ভব হবে না।

আলোচ্য গবেষণার প্রেক্ষিতে বলা যায়, যে কোন নীতি গ্রহণ এবং বাতিল করার পূর্বে তার বাস্তবায়ন কতটুকু সম্ভব সেদিকে যেমন লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন ঠিক তেমনি কোন নীতির ত্রুটি সংশোধন করে তা বাস্তবায়ন করা যেতে পারে কিনা তা বিবেচনা করা প্রয়োজন। উপজেলা ব্যবস্থাকে বাতিল না করে সংস্কারের মাধ্যমে বাস্তব সম্মত করা যেত বলে ধারণা করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

উপজেলা ব্যবস্থা সংস্কারের ক্ষেত্রে কতিপয় সুপারিশ

পরিবর্তিত সরকার ১৯৯২ সালে উপজেলা ব্যবস্থা বাতিল ঘোষণা করে। গবেষণার ভিত্তিতে বলা যায় এর মূল কারণ রাজনৈতিক। উপজেলা ব্যবস্থা যে ধরণের সংস্কারের মাধ্যমে টিকিয়ে রাখা যেত অথবা ভবিষ্যৎ উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে যে সকল বিষয়ের প্রতি গরুত্বারোপ করা প্রয়োজন বলে মনে করা হয় তা হলো নিম্নরূপ-

নির্বাচন প্রক্রিয়া

উপজেলা পর্যায়ে চেয়ারম্যান নির্বাচনে কেন্দ্রের প্রভাবমুক্ত হওয়া প্রয়োজন। নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রার্থীরা প্রতিপত্তি প্রকাশের প্রতিযোগিতায় যাতে লিপ্ত না থাকে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নির্বাচিত ও কার্যকরী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠার পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাহী কর্মকর্তাদের পদ বিলুপ্ত করতে হবে। উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নির্বাচন একই দিন হওয়া বাঞ্ছনীয়। এতে একের প্রতি অন্যের শ্রদ্ধাবোধ বৃদ্ধি পাবে যা কাজের জন্য মঙ্গলজনক।

আমলাতন্ত্র

Paul Appleby তার Big Democracy (P.104) গ্রন্থে বলেন,

> Nothing can be decentralized until it has first been centralized.

Dhaka University Institutional Repository

একইভাবে Lapalombara বলেছেন, -

> In Underdeveloped countries systematic efforts to eradicate illiteracy, to remove ancient social barriers and orthodox outlook, to revitalize rural life and to improve the socio-economic conditions are unthinkable without the participation of Government.

উক্তি দু'টোর প্রেক্ষিতে বলা যায়, কেন্দ্রীয়করণের এতো গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও কেন বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়, বিপরীতভাবে বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রীকরণের কার্যকারীতা সমর্থনযোগ্য হয় কিভাবে? এই প্রশ্নের উত্তর ব্যাপক এবং জটিল। তবে আলোচ্য ক্ষেত্রে এটা স্বীকার্য যে বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ায় আমলা-সম্পর্ক, কেন্দ্রীকরণের গুরুত্ব কার্যকারীতার প্রয়াস সৃষ্টি করে। উপজেলা তথা স্থানীয় সরকারের কার্যকরী স্তরে স্থানীয় সরকারের আমলাতন্ত্র সৃষ্টি করতে হবে। পূর্বে উপজেলা পরিষদ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে ছিল। পরিষদ ছাড়াও উক্ত মন্ত্রণালয় আরো নানাবিধ প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ড দেখে থাকে। ফলে এর গুরুত্ব অনেকাংশে হ্রাস পায়। উপজেলা পরিষদের কাজ অধিক গুরুত্বপূর্ণভাবে দেখার জন্য একই মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি পরিদপ্তর খোলা যেতে পারে, যার দায়িত্ব পালনের জন্য একজন সরকারের অতিরিক্ত সচিবের পদ মর্যাদাসম্পন্ন মহাপরিচালক প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

আইনের প্রয়োগ

উপজেলার দায়িত্ব সুস্পষ্টভাবে আইনে লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন, যাতে কোন প্রকার জটিলতা সৃষ্টি না হয়। এমনও দেখা গেছে, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে তার কার্যকলাপের জন্য সর্ব সম্মতিক্রমে অনাস্থা পেশ করলেও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপের ফলে কোন ফল পাওয়া যায় নি। এ ধরণের পরিস্থিতিতে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহন করা প্রয়োজন এবং সুস্পষ্ট আইনের মাধ্যমে সমাধানযোগ্য করা পয়োজন।

দক্ষতা বৃদ্ধি

উপজেলা ব্যবস্থাকে ব্যাপক উন্নয়মুখী কার্য সম্পাদনের জন্য যোগ্য ও দক্ষ করে তোলা প্রয়োজন। এই দক্ষতা ও যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য উপজেলা চেয়ারম্যানসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করতে হবে। যে সব ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার দায়িত্বশীল হবে সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনিক দায়িত্ব বিলুপ্ত করতে হবে। বিচার ব্যবস্থা সংস্কার আলোচ্য ব্যবস্থায় একটি প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। কিন্তু এক্ষেত্রেও অদক্ষ কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং কৌশলির অভাব দেখা দিয়েছিল। তাই উপজেলায় ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালত সৃষ্টির ক্ষেত্রে দক্ষতাকে প্রাধান্য দেয়া প্রয়োজন।

জনগণের প্রাধান্য

জনগণকে বিরাজমান সমস্যা সম্পর্কে এবং সমাজের বৈষম্য সম্পর্কে সচেতন করা প্রয়োজন। জনগণের অধিকার সংরক্ষণ, তাদের পছন্দের প্রাধান্য অর্থাৎ

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রদান এবং নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়নে জনগণের অংশগ্রহণ যাতে নিশ্চিত হয় সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

জবাবদিহিতা

যদিও স্বায়ত্বশাসন দান প্রসঙ্গে বলা হয়, উপজেলা পরিষদের উপর যতদূর সম্ভব কম নিয়ন্ত্রণ রাখা উচিৎ। কিন্তু অধিক মাত্রায় স্বায়ত্বশাসন যাতে স্বৈরশাসনে রূপ না নিতে পারে সে জন্য প্রতিটি স্তরে জবাবদিহিতার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। স্থানীয় জনগণের কাছে যেমনি প্রতিনিধি জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে তেমনি কেন্দ্রীয় সরকার যে কোন কাজের জন্য জবাবদিহিতা চইতে পারে। জবাবদিহিতার ব্যবস্থা স্থানীয় সরকারের দক্ষতা ও দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা

উপজেলা ব্যবস্থা তখনই স্বায়ত্বশাসন ভোগ করবে যখন অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করবে। পূর্বে উপজেলা ব্যবস্থাকে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ, প্রভৃতির ক্ষেত্রে ক্ষমতা দেয়া হলেও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সীমিত স্বাধীনতা প্রদান করা হয়। ফলে উপজেলা পর্যায়ে ব্যাপক প্রকল্প ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলেও অর্থাভাবে তা বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। তাই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতার পথ বিস্তৃত করা প্রয়োজন।

উপরোক্ত মতামতের ভিত্তিতে উপজেলা ব্যবস্থাকে অধিক কার্যকর ও গণমুখী করা সম্ভব হবে বলে ধারনা করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১

স্থানীয় সরকার (থানা পরিষদ ও থানা প্রশাসন) সংশোধন অধ্যাদেশ, ১৯৮৩।

১৯৮৩ সনের ১নং অধ্যাদেশ

স্থানীয় সরকার (থান পরিষদ ও থানা প্রশাসন পূর্ণগঠন) অধ্যাদেশ ১৯৮২ সংশোধন করার নিমিত্তে অধ্যাদেশ যেহেতু নিম্নবর্ণিত কারণে স্থানীয় সরকার (থানা পরিষদ ও থানা প্রশাসন পূর্ণগঠন) অধ্যাদেশ ১৯৮২ (১৯৮২ এর ৫৯) কে সংশোধন করা বিধেয়, তাই এক্ষনে ১৯৮২ সনের ২৪ মার্চের ঘোষনার নিয়মানুযায়ী এবং এ প্রসঙ্গে কার্যকর সকল ক্ষমতার প্রয়োগ বলে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক সানুগ্রহে নিম্নলিখিত অধ্যাদেশ প্রনয়ন ও জারী করেছেন।

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও কার্যকারিতার তারিখ

এই অধ্যাদেশকে স্থানীয় সরকার (থানা পরিষদ ও থানা প্রশাসন পূর্ণগঠন) সংশোধন অধ্যাদেশ ১৯৮৩ বলা যেতে পারে।

এই অধ্যাদেশ ১৯৮২ সনের ৭ই নভেম্বর তারিখে কার্যকর হয়েছে বলে ধরে নেয়া হয়।

১৯৮২ সনের ৮৯ নং অধ্যাদেশের ৪ ধারা সংশোধন স্থানীয় সরকার (১৯৮২র) ৪ ধারায় (৩) উপধারায় স্থলে নিম্ন বর্ণিত উপধারা প্রতিস্থাপিত হবে। যথাঃ

ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানগণ এবং মনোনীত থানাধীন পৌরসভা সমূহের চেয়ারম্যানগণ পদাধিকার বলে পরিষদের প্রতিনিধিত্বমূলক সদস্য হবেন।

ঢাকা

২২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৩

এইচ, এম, এরশাদ
লেঃ জেনারেল
প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-২

জেলার আওতাধীন উপজেলা সমূহের সংখ্যা ও নাম

ক্রঃ নং	জেলা	উপজেলার সংখ্যা	উপজেলার নাম
১।	ঢাকা	পাঁচ	১। কেরানীগঞ্জ
			২। নওয়াবগঞ্জ
			৩। দোহার
			৪। ধামরাই
			৫। সাভার
২।	গাজীপুর	পাঁচ	৬। গাজীপুর
			৭। শ্রীপুর
			৮। কালিয়াকৈর
			৯। কালিগঞ্জ
			১০। কাপাসিয়া
৩।	মানিকগঞ্জ	সাত	১১। মানিকগঞ্জ সদর
			১২। সাটুরিয়া
			১৩। সিংগাইর
			১৪। ঘিওর
			১৫। দৌলতপুর
			১৬। শিবালয়
			১৭। হরিরামপুর
৪।	মুন্সিগঞ্জ	ছয়	১৮। মুন্সিগঞ্জ সদর
			১৯। সিরাজদিখান
			২০। শ্রী নগর
			২১। লৌহজং
			২২। টংগীবাড়ী
			২৩। গজারিয়া
৫।	নারায়নগঞ্জ	পাঁচ	২৪। নারায়নগঞ্জ সদর
			২৫। রূপগঞ্জ
			২৬। বন্দর
			২৭। সোনারগাঁও
			২৮। আড়াই হাজার

Dhaka University Institutional Repository

৬।	নরসিংদি	ছয়	২৯। নরসিংদি সদর
			৩০। মনোহরদী
			৩১। শিবপুর
			৩২। রায়পুরা
			৩৩। পলাশ
			৩৪। বেলাবো
৭।	ময়মনসিংহ	বার	৩৫। ময়মনসিংহ সদর
			৩৬। মুক্তাগাছা
			৩৭। ফুলবাড়িয়া
			৩৮। ত্রিশাল
			৩৯। গফরগাঁও
			৪০। ভালুকা
			৪১। হালুয়াঘাট
			৪২। ফুলপুর
			৪৩। ঈশ্বরগঞ্জ
			৪৪। গৌরীপুর
			৪৫। নান্দাইল
			৪৬। ধোবাউড়া
৮।	নেত্রোকোণা	দশ	৪৭। নেত্রকোণা সদর
			৪৮। দূর্গাপুর
			৪৯। পূর্বধলা
			৫০। কেনদুয়া
			৫১। কমলাকান্দা
			৫২। বরহাট্টা
			৫৩। আটপাড়া
			৫৪। মদন
			৫৫। মোহনগঞ্জ
			৫৬। খালিয়াজুরি
৯।	কিশোরগঞ্জ	তের	৫৭। কিশোরগঞ্জ সদর
			৫৮। হোসেইনপুর
			৫৯। হোসেইনপুর
			৬০। পাকুন্দিয়া
			৬১। কাটিয়াদি
			৬২। করিমগঞ্জ
			৬৩। তারাইল
			৬৪। ইটনা

Dhaka University Institutional Repository

			৬৫। অষ্টগ্রাম
			৬৬। নিকলাই
			৬৭। বাজিৎপুর
			৬৮। ভৈরব
			৬৯। মিঠামাইন
১০।	ফরিদপুর	আট	৭০। ফরিদপুর সদর
			৭১। বোয়ালমারি
			৭২। চরভদ্রাসন
			৭৩। নগরকান্দা
			৭৪। সদরপুর
			৭৫। ভাংগা
			৭৬। আলফাডাংগা
			৭৭। মধুখালি
১১।	রাজবাড়ী	চার	৭৮। রাজবাড়ী সদর
			৭৯। গোয়ালন্দ
			৮০। পাংশা
			৮১। বালিয়াকান্দী
১২।	গোপালগঞ্জ	পাঁচ	৮২। গোপালগঞ্জ সদর
			৮৩। কাশিয়ানী
			৮৪। মকসুদপুর
			৮৫। কোটালীপাড়া
			৮৬। টুংগীপাড়া
১৩।	শরিয়তপুর	ছয়	৮৭। শরিয়তপুর সদর
			৮৮। ডামুড্যা
			৮৯। গোসাইর হাট
			৯০। জাজিরা
			৯১। ভেদরগঞ্জ
			৯২। নাড়িয়া
১৪।	মাদারীপুর	চার	৯৩। মাদারীপুর সদর
			৯৪। রাজৈর
			৯৫। শিবচর
			৯৬। কালকিনি
১৫।	জামালপুর	সাত	৯৭। জামালপুর সদর
			৯৮। ইসলামপুর
			৯৯। মেলানদাহ

Dhaka University Institutional Repository

			১০০। শরিষাবাড়ী
			১০১। মাদারগঞ্জ
			১০২। দেওয়ানগঞ্জ
			১০৩। বকসীগঞ্জ
১৬।	শেরপুর	পাঁচ	১০৪। শেরপুর সদর
			১০৫। নালিতা বাড়ী
			১০৬। বাকলা
			১০৭। শ্রবর্দী
			১০৮। ঝিনাইগাতী
১৭।	টাংগাইল	এগার	১০৯। টাংগাইল সদর
			১১০। মধুপুর
			১১১। গোপালগঞ্জ
			১১২। ঘাটাইল
			১১৩। কালিহাতী
			১১৪। বাশাইল
			১১৫। শাখিপুর
			১১৬। মির্জাপুর
			১১৭। নাগরপুর
			১১৮। ভুয়াপুর
			১১৯। দেলদুয়ার
১৮।	চট্রগ্রাম	চৌদ্দ	১২০। সিতাকুন্ড
			১২১। মিরেশ্বরাই
			১২২। রাঙ্গুনিয়া
			১২৩। রাউজান
			১২৪। হাট হাজারী
			১২৫। সন্দ্বীপ
			১২৬। ফটিকছড়ি
			১২৭। পটিয়া
			১২৮। বোয়ালখালী
			১২৯। আনোয়ারা
			১৩০। বাঁশখালী
			১৩১। চান্দনাইস
			১৩২। সাত কানিয়া
			১৩৩। লোহাগড়া

Dhaka University Institutional Repository

১৯।	কক্সবাজার	সাত	১৩৪। কক্সবাজার সদর
			১৩৫। মহেশখালী
			১৩৬। কুতুবদীয়া
			১৩৭। চকরিয়া
			১৩৮। রামু
			১৩৯। উখিয়া
			১৪০। টেকনাফ
২০।	রাঙ্গামাটি	দশ	১৪১। রাংগামাটি
			১৪২। কাউখালী
			১৪৩। নানিয়ার চর
			১৪৪। বরকল
			১৪৫। জুরাছড়ি
			১৪৬। লাংগদ
			১৪৭। বাঘাইছড়ী
			১৪৮। কাপ্তাই
			১৪৯। বেলাইছড়ি
			১৫০। বাঘাইছড়ি
২১।	খাগড়াছড়ি	আট	১৫১। খাগড়াছড়ি সদর
			১৫২। রামগড়
			১৫৩। মাটিরাঙ্গা
			১৫৪। মানিকছড়ি
			১৫৫। লক্ষ্মীছড়ি
			১৫৬। মোহলছড়ি
			১৫৭। পানছড়ি
			১৫৮। দিঘীনালা
২২।	বান্দরবন	সাত	১৫৯। বান্দরবন সদর
			১৬০। রোয়াংছড়ি
			১৬১। থানচি
			১৬২। রুমা
			১৬৩। লামা
			১৬৪। আলী কদম
			১৬৫। নাইক্ষ্যংছড়ি
২৩।	কুমিল্লা	বার	১৬৬। কুমিল্লা সদর
			১৬৭। লাকসাম
			১৬৮। বরুড়া

Dhaka University Institutional Repository

			১৬৯। চৌদ্দগ্রাম
			১৭০। বুড়িচং
			১৭১। ব্রাহ্মনপাড়া
			১৭২। হোমনা
			১৭৩। চানদিনা
			১৭৪। মুরাদনগর
			১৭৫। দাউদকান্দি
			১৭৬। দেবীদ্দার
			১৭৭। লাংগলকোট
২৪।	ব্রাহ্মনবাড়িয়া	সাত	১৭৮। ব্রাহ্মনবাড়িয়া সদর
			১৭৯। কসবা
			১৮০। আখাউড়া
			১৮১। বানছারামপুর
			১৮২। নবীনগর
			১৮৩। সরাইল
			১৮৪। নাসিরনগর
২৫।	চাঁদপুর	সাত	১৮৫। চাঁদপুর সদর
			১৮৬। হাইম চর
			১৮৭। মতলব
			১৮৮। ফরিদগঞ্জ
			১৮৯। হাজীগঞ্জ
			১৯০। শাহরাস্তি
			১৯১। কচুয়া
২৬।	নোয়াখালী	ছয়	১৯২। নোয়াখালী সদর
			১৯৩। চাটখিল
			১৯৪। বেগমগঞ্জ
			১৯৫। সেনবাগ
			১৯৬। কোম্পানীগঞ্জ
			১৯৭। হাতিয়া
২৭।	লক্ষীপুর	চার	১৯৮। লক্ষীপুর সদর
			১৯৯। রামগতি
			২০০। রামগঞ্জ
			২০১। রাইপুর

Dhaka University Institutional Repository

২৮।	ফেনী	পাঁচ	২০২। ফেনী সদর
			২০৩। সোনাগাজী
			২০৪। ছাগল নাইয়া
			২০৫। পরশুরাম
			২০৬। দাগনভূইয়া
২৯।	সিলেট	এগার	২০৭। সিলেট সদর
			২০৮। গোয়াইনঘাট
			২০৯। কানাইঘাট
			২১০। জইন্তাপুর
			২১১। জাকিগঞ্জ
			২১২। বিয়ানী বাজার
			২১৩। গোপালগঞ্জ
			২১৪। ফেঞ্চুগঞ্জ
			২১৫। বালাগঞ্জ
			২১৬। বিশ্বনাথ
			২১৭। কোম্পানীগঞ্জ
৩০।	সুনামগঞ্জ	দশ	২১৮। সুনামগঞ্জ সদর
			২১৯। ছাতক
			২২০। জগন্নাথপুর
			২২১। দিরাই
			২২২। শুল্যা
			২২৩। ধর্মপাশা
			২২৪। জামালপুর
			২২৫। তাহিরপুর
			২২৬। দুয়ারা বাজার
			২২৭। বিশম্ভরপুর
৩১।	মৌলভী বাজার	ছয়	২২৮। মৌলভী বাজার সদর
			২২৯। রাজনগর
			২৩০। কুলাউড়া
			২৩১। বড়লেখা

Dhaka University Institutional Repository

			২৩২। কমলগঞ্জ
			২৩৩। শ্রীমংগল
৩২।	হবিগঞ্জ	আট	২৩৪। হবিগঞ্জ সদর
			২৩৫। আজমিরীগঞ্জ
			২৩৬। বানিয়া চং
			২৩৭। মাধবপুর
			২৩৮। চুনারুঘাট
			২৩৯। বাহুবল
			২৪০। নবিগঞ্জ
			২৪১। লখাই
৩৩।	রাজশাহী	নয়	২৪২। পবা
			২৪৩। তানোর
			২৪৪। মোহনপুর
			২৪৫। গোদাগাড়ী
			২৪৬। পুঠিয়া
			২৪৭। চারঘাট
			২৪৮। বাগমারা
			২৪৯। দুর্গাপুর
			২৫০। বাঘা
৩৪।	নাটোর	ছয়	২৫১। নাটোর সদর
			২৫২। লালপুর
			২৫৩। সিংড়া
			২৫৪। বড়াইগ্রাম
			২৫৫। গুরুদাসপুর
			২৫৬। বাগাতিপাড়া
৩৫।	নওগাঁ	এগার	২৫৭। নওগাঁ সদর
			২৫৮। আত্রাই
			২৫৯। বদলগাছী
			২৬০। রানীনগর
			২৬১। মানদা
			২৬২। নিয়ামতপুর
			২৬৩। মহাদেবপুর
			২৬৪। ধামরাইর হাট
			২৬৫। পত্নীতলা
			২৬৬। শাপাহার

Dhaka University Institutional Repository

			২৬৭। পোরশা
৩৬।	**নবাবগঞ্জ**	পাঁচ	২৬৮। নবাবগঞ্জ
			২৬৯। ভোলাহাট
			২৭০। শিবগঞ্জ
			২৭১। নাচোল
			২৭২। গোমস্তাপুর
৩৭।	**রংপুর**	আট	২৭৩। রংপুর সদর
			২৭৪। গংগাচরা
			২৭৫। বদরগঞ্জ
			২৭৬। তারাগঞ্জ
			২৭৭। মিঠাপুকুর
			২৭৮। পীরগঞ্জ
			২৭৯। পীরগাছা
			২৮০। কাউনিয়া
৩৮।	**লালমনির হাট**	পাঁচ	২৮১। লালমনির হাট সদর
			২৮২। পাটগ্রাম
			২৮৩। কালীগঞ্জ
			২৮৪। হাতিবান্ধা
			২৮৫। আদিতমারী
৩৯।	**গাইবান্ধা**	সাত	২৮৬। গাইবান্ধা সদর
			২৮৭। গোবিন্দগঞ্জ
			২৮৮। পলাশবাড়ী
			২৮৯। সাদুল্লাপুর
			২৯০। ফুলছড়ি
			২৯১। সুন্দরগঞ্জ
			২৯২। সুঘাটা
৪০।	**কুড়িগ্রাম**	নয়	২৯৩। কুড়িগ্রাম সদর
			২৯৪। ভুরংগামারী
			২৯৫। ফুলবাড়ী
			২৯৬। নাগেশ্বরী
			২৯৭। উলিপুর
			২৯৮। চিলমারী
			২৯৯। রৌমারী
			৩০০। চররাজিবপুর
			৩০১। বাজার হাট

Dhaka University Institutional Repository

৪১।	নিলফামারী	ছয়	৩০২। নিলফামারী সদর
			৩০৩। ডোমার
			৩০৪। জলঢাকা
			৩০৫। সৈয়দপুর
			৩০৬। কিশোরগঞ্জ
			৩০৭। ডিমলা
৪২।	পাবনা	নয়	৩০৮। পাবনা সদর
			৩০৯। আটঘরিয়া
			৩১০। ইশ্বরদী
			৩১১। চাটমোহর
			৩১২। সুজানগর
			৩১৩। বেড়া
			৩১৪। সাথিয়া
			৩১৫। ফরিদপুর
			৩১৬। ভাংগুরা
৪৩।	সিরাজগঞ্জ	নয়	৩১৭। সিরাজগঞ্জ সদর
			৩১৮। কাজিপুর
			৩১৯। কামারখন্দ
			৩২০। বেলকুচি
			৩২১। চৌহালী
			৩২২। শাহজাদপুর
			৩২৩। উল্লাপাড়া
			৩২৪। তাড়াশ
			৩২৫। রায়গঞ্জ
৪৪।	দিনাজপুর	তের	৩২৬। দিনাজপুর সদর
			৩২৭। ঘোড়াঘাট
			৩২৮। বিরল
			৩২৯। কাহারোল
			৩৩০। বিরগঞ্জ
			৩৩১। চিরীর বন্দর
			৩৩২। খানসামা
			৩৩৩। পার্বতীপুর
			৩৩৪। ফুলবাড়ী
			৩৩৫। হাকিমপুর
			৩৩৬। নওয়াবগঞ্জ

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার
382765

Dhaka University Institutional Repository

			৩৩৭। ঘোড়াঘাট
			৩৩৮। বিরামপুর
৪৫।	ঠাকুরগাঁও	পাঁচ	৩৩৯। ঠাকুরগাঁও সদর
			৩৪০। বালিয়াডাঙ্গা
			৩৪১। রানী সংকইল
			৩৪২। হরিপুর
			৩৪৩। পীরগঞ্জ
৪৬।	পঞ্চগড়	পাঁচ	৩৪৪। পঞ্চগড় সদর
			৩৪৫। তেতুলিয়া
			৩৪৬। বোদা
			৩৪৭। দেবীগঞ্জ
			৩৪৮। অটোয়ারী
৪৭।	বগুড়া	এগার	৩৪৯। বগুড়া সদর
			৩৫০। নন্দীগ্রাম
			৩৫১। কাহালু
			৩৫২। আদমদিঘী
			৩৫৩। শিবগঞ্জ
			৩৫৪। দুবচাচিয়া
			৩৫৫। গাবতলী
			৩৫৬। শেরপুর
			৩৫৭। ধুনট
			৩৫৮। সারিয়াকান্দী
			৩৫৯। সোনাতলা
৪৭।	জয়পুরহাট	পাঁচ	৩৬০। জয়পুরহাট সদর
			৩৬১। পাঁচবিবি
			৩৬২। খেতলাল
			৩৬৩। আক্কেলপুর
			৩৬৪। কালাই
৪৯।	খুলনা	নয়	৩৬৫। ফুল তলা
			৩৬৬। দৌলতপুর
			৩৬৭। তের খাদা
			৩৬৮। ডুমুরিয়া
			৩৬৯। বাটিয়াঘাটা
			৩৭০। দাকোপ
			৩৭১। পাইকগাছা
			৩৭২। রূপসা

			৩৭৩। কয়রা
৫০।	বাগেরহাট	নয়	৩৭৪। বাগেরহাট সদর
			৩৭৫। মোল্লারহাট
			৩৭৬। ফকির হাট
			৩৭৭। রামপাল
			৩৭৮। কচুয়া
			৩৭৯। মোড়েলগঞ্জ
			৩৮০। শরণখোলা
			৩৮১। মঙ্গলা
			৩৮২। চিতলমারী
৫১।	সাতক্ষীরা	সাত	৩৮৩। সাতক্ষীরা সদর
			৩৮৪। কলারোয়া
			৩৮৫। দেবহাটা
			৩৮৬। কালিগঞ্জ
			৩৮৭। শ্যামনগর
			৩৮৮। আশাশুনি
			৩৮৯। তালা
৫২।	যশোর	আট	৩৯০। যশোর সদর
			৩৯১। ঝিকরগাছা
			৩৯২। চৌগাছা
			৩৯৩। বাগেরপাড়া
			৩৯৪। কেশবপুর
			৩৯৫। অভয়নগর
			৩৯৬। মনিরামপুর
			৩৯৭। শারসা
৫৩।	ঝিনাইদহ	ছয়	৩৯৮। ঝিনাইদহ সদর
			৩৯৯। শৈলকুপা
			৪০০। হরিনাকুন্ড
			৪০১। কালীগঞ্জ
			৪০২। কোটচাঁদপুর
			৪০৩। মহেশপুর
৫৪।	মাগুরা	চার	৪০৪। মাগুরা সদর
			৪০৫। শ্রীপুর
			৪০৬। শালিখা
			৪০৭। মোহাম্মদপুর

Dhaka University Institutional Repository

৫৫।	নড়াইল	তিন	৪০৮। নড়াইল সদর
			৪০৯। কালিয়া
			৪১০। লোহাগড়া
৫৬।	কুষ্টিয়া	ছয়	৪১১। কুষ্টিয়া সদর
			৪১২। দৌলতপুর
			৪১৩। মীরপুর
			৪১৪। ভেড়ামারা
			৪১৫। কুমারখালী
			৪১৬। খোকসা
৫৭।	চুয়াডাঙ্গা	চার	৪১৭। চুয়াডাঙ্গা সদর
			৪১৮। আলম ডাঙ্গা
			৪১৯। ডামুরহুদা
			৪২০। জীবন নগর
৫৮।	মেহেরপুর	দুই	৪২১। মেহেরপুর সদর
			৪২২। গাংনি
৫৯।	বরিশাল	নয়	৪২৩। বরিশাল সদর
			৪২৪। বাকের গঞ্জ
			৪২৫। উজিরপুর
			৪২৬। বাবুগঞ্জ
			৪২৭। গৌর নদী
			৪২৮। মুলাদী
			৪২৯। হিজলা
			৪৩০। মেহেদী গঞ্জ
			৪৩১। আগলাই ঝাড়া
			৪৩২। ঝালকাঠি সদর
			৪৩৩। নলছিটি
			৪৩৪। কাঠালিয়া
			৪৩৫। রাজপুর
৬১।	পিরোজপুর	সাত	৪৩৬। পিরোজপুর সদর
			৪৩৭। নাজিরপুর
			৪৩৮। ভান্ডারীয়া
			৪৩৯। স্বরূপকাঠি
			৪৪০। কাউখালি
			৪৪১। বানরীপাড়া
			৪৪২। মঠবাড়ী

Dhaka University Institutional Repository

৬২।	ভোলা	সাত	৪৪৩। ভোলা সদর
			৪৪৪। দৌলত খান
			৪৪৫। বোরহান উদ্দিন
			৪৪৬। তাজুমুদ্দীন
			৪৪৭। মনপুর
			৪৪৮। লালমোহন
			৪৪৯। চর ফ্যাশান
৬৩।	পটুয়াখালী	ছয়	৪৫০। পটুয়াখালী সদর
			৪৫১। মির্জাগঞ্জ
			৪৫২। বাউফাল
			৪৫৩। গলাচিপা
			৪৫৪। দশমিনা
			৪৫৫। কলাপাড়া
৬৪।	বরগুনা	পাঁচ	৪৫৬। বরগুনা সদর
			৪৫৭। বেতাগী
			৪৫৮। বামনা
			৪৫৯। পাথর ঘাটা
			৪৬০। আমতলী

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থ ও সাময়িকী

Abdul Hye H. (ed) – Decentralisation Local Government Institutions and Resource Mobilisation: Bangladesh Academy for Rural Development.

Abu Khaled Chowdhury - Upazilla Shambad 1996 April.

Ahmed Shafiqul Huque- Politics and Administration in Bangladesh: Problems of Participation: UPL, Dhaka (1988).

Ahmed Samuel Hasan - গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ, স্থানীয় সরকার ও উপজেলা পদ্ধতি- একটি পর্যালোচনা।

Ali, A. M. M. Shawket Politics Development and Upazilla; National Institute of Local Government, Dhaka (1986.)

Ali A. M.M. Showket Field Administration and Rural Development in Bangladesh, Dhaka, 1982 Cnetre for Social Studies.

Alavi. H. Introduction to the sociology of Developing Societies (1982).

Dhaka University Institutional Repository

Aminuzzaman, Salahuddin Local Government and Administration in Bangladesh; 1981 Centre for Administrative studies.

Ashley, Percy Local and Central Government; Londen John. Murrny; 1906.

Atiar Rahman Rural power structure A Study of local level Leadership in Bangladesh UPL Dhaka. 1981.

Atiar Rahman Where Do the Poor Stand in the Process Of Nation Building, (1986).

B.C. Smith Decentralization: The Territorial Dimension of the Stalig London ; Alen and Unwin;1985

B.K. Jahangir আধুনিকতা ও জাতীয়তাবাদ

B.K. Jahangir আধুনিকা ও উত্তরাধুনিকতার অভিজ্ঞতা

Blair. H Can Rural Development Be Financed from Below? Loral Resource Mobilization in Bangladesh. Dhaka. UPL, 1989

Blair .H. Participatory Rural Development in H.A. Hye (ed;) Decentralization Local Govt. Institution and Resource Mobilization, BARD, 1985, PP. 79-107

Conyers. D. Decentralization : A frame for Discussion in H.A. Hye (ed:) OP. Cit. 1985-22-42

Dhaka University Institutional Repository

Conyers.D.	Decentralization and Development : A Frame work for Analysis : Community Development Journal Vol. 21, No -2, PP. 88-98
Emazzudin Ahmed	বাংলাদেশের সমাজ সংস্কৃতি ও রাজনীতি, ১৯৯২
Faizullah. M.	Development of Local Government in Bangladesh Dhaka National Institution of Local Government.
Griffin Keith	Economic Development in Changing World; World Development, Vol. 19, No3, PP. 221 - 226
Habibar Rahman and N.A. Siddique	Decentralization and Local Dcmocracy: A Theoratical Overview in Theoratical Perspectives Vol. - 2, No- 1, 1995, PP. 71 -93
Jamshed Ahmad	Structure and Composition of Rural Local Government Bodies in Local Government in Bangladesh; Kamal Siddique (ed) ; BILG; 1984.
K.M . Tipu Sultan (ed:)	বিকেন্দ্রীকরণ স্থানীয় সরকার ও সম্পদ আহরন

Dhaka University Institutional Repository

Kamal Siddiqui,
Nuruzzaman S. (edi) — উপজেলা পরিষদ প্রশিক্ষন ম্যানুয়েল; ন্যাশনাল ইনিষ্টিটিউট অব লোকাল গর্ভনমেন্ট ; ১৯৯০ ।

Kamal Siddiqui(ed) — Local Government in Bangladesh : NILG; 1984.

Laski. H. — A Grammar of Polities: London Allen and Unwin, 1931

Maddick. H — Democracy Decentralization and Development , New Delhi: Asia Publishing House; 1963 .

Mustofa Majid (ed:) — বাংলাদেশের আমলাতন্ত্র

Mohammad Mohabbat Khan — Process of Decentrlization in Bangladesh; in Decentralization Local Government Institutions and Resource Mobilization, ed. by H.A Hye.

Macaiver — The Modern State

Noore Alam Siddique — Decentralization and Development : Theory and Practice in Bangladesh; The University of Dahka, 1997

Nazmul Abedin — Local Administration and politics in Modernising Socities, 1973

Dhaka University Institutional Repository

Oaklay. P.	Projects with People: The Practice of Participation in Rural Development , Geneva, ILO, 1991.
Quazi Azher Ali	Decentralized Administration in Bangladesh : UPL, 1995
Robson W.A.	Local Government in Crisis: London, 1966
Rashiduzzaman , M.	Politics and Administration in the Local Councils, Oxford University Press, 1968
Rounaq Jahan	Bangladesh Politics Problems and Issues; 1980 UPL
Rondinelli D.A. and Cheema G.S	Implementing Decentralization Politics: An Introduction, 1983
Richard Letourneau	Management Plus; 1976 . P52.
Saxena	Administration Reform for Decentralized Development, 1980
Sirazul Islam Chowdhury	আশির দশকের বাংলাদেশের সমাজ
Stewart J and Stoker .K(ed)	Local Government in the 1990's, Macmillan, 1975
UMA Lele	The Design of Rural Development , John Hopkins University Press, 1975
Wood G.D.	The Political Process in Bangladesh, 1978

Dhaka University Institutional Repository

সংবাদপত্র সাময়িকী ও অন্যান্য

সংবাদ	২১ ডিসেম্বর, ১৯৮৫
সংবাদ	২৪ জানুয়ারী, ১৯৯১
সাপ্তাহিক অর্থনীতি	১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫
Bangladesh Times	25 Oct., 1983
World Bank Report	1975
পরিকল্পনা কমিশন রিপোর্ট	১৯৮৩ ও ১৯৯০
রহমত উল্লাহ কমিশন রিপোর্ট	১৯৯৬
World Development	
Vol. 19 No 3	1981
The Journal of Political Science Associations	
Journal of Administration and Diplomacy	
Theoratical Perspective :	
Journal of Social Science and Arts	
Vol-2; No. 1,	1995
Social Science Reviews	
Vol-XI, No.1,	1994.
International Review of Administration Science	
Vol.55, PP 493-516.	
রাষ্ট্রবিজ্ঞান দর্পন ৩য় সংখ্যা	১৯৯২
রাষ্ট্রবিজ্ঞান দর্পন ৪র্থ সংখ্যা	১৯৯৪
প্রশাসন সমীক্ষা ৩য় সংখ্যা	১৯৯৩

সমাজ নিরীক্ষণ নং ২৫, ২৮, ৬২ ও ৬৬ ।

Dhaka University Institutional Repository